আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

সুন্নীবার্তা (৪৭)

SUNNI BARTA

ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) বিশেষ সংখ্যা-২০০৩

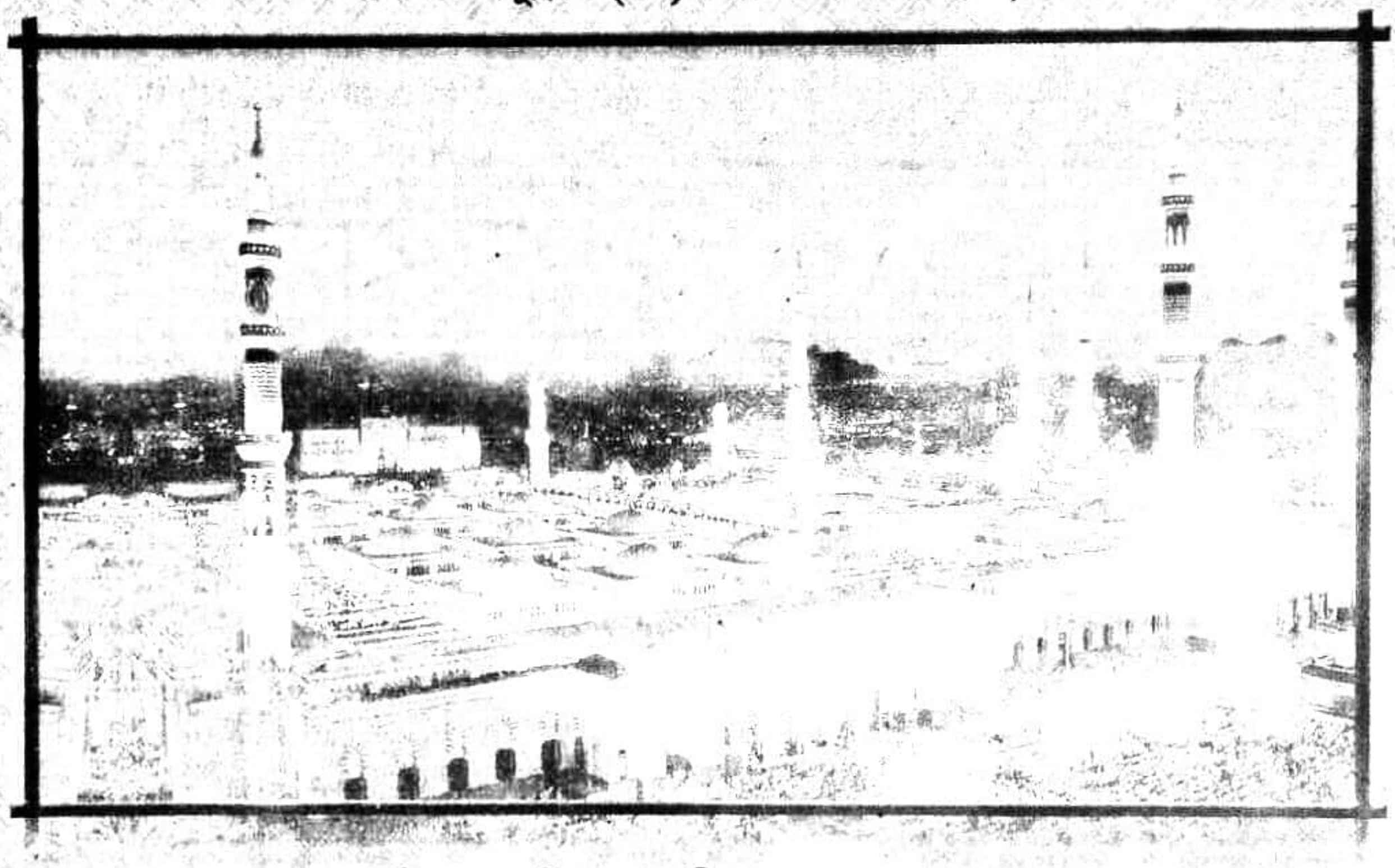

বর্তমান মসজিদে নববী ও রওযা মোবারক

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

AHL-E-SUNNAT WAL JAMAAT

সুন্নী বার্তা
SUNNI BARTA

প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ঃ **অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল** (এম এম -এম এ- বিসিএস)
মহা-সচিব, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা ঃ ১/১২, তাজমহল রোড (২য় তলা) মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোনঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল ঃ ০১৭১-৪৬৯২০৩

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ **অধ্যাপক এম. এ. হাই, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ,**
আবদুর রাজ্জাক এস. পি. (অবঃ), **পীরে তরিকত মানযুর আহমেদ রেফায়ী, পীরে তরিকত শাহ্‌জাদা ডঃ আহমদ পেয়ারা, পীরে তরীকত হাফেজ মাওলানা আবদুল হামিদ আলকাদেরী, পীরে তরীকত ডাঃ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম।**

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা বাকী বিল্লাহ, মাওলানা সেকান্দর হোসাইন, মুহাম্মদ জামাল মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মুহাম্মদ হাশেম, মাওলানা মোবারক, নূরে আলম, আবুল হোসেন, শাকের আহমদ, মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান জেহাদী।

সম্পাদক ঃ **মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ হোসাইন- আল কাদেরী**
সাংগঠনিক সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

নির্বাহী সম্পাদক ঃ **মাওলানা আবুল খায়ের হাবীবুল্লাহ**
অর্থ সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

যুগ্ম সম্পাদক ঃ **মোহাম্মদ ইকবাল**
যুগ্ম প্রকাশনা সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন ম্যানেজার ঃ **মোহাম্মদ আবুল খায়ের**
যুগ্ম সমাজ কল্যাণ সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

প্রকাশনায় ঃ **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত**

প্রচার ও স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন

বুলেটিন নম্বর- ৪৭ ঃ ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) বিশেষ সংখ্যা- ২০০৩

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সূচী পত্র

		পৃষ্ঠা নং
১।	সম্পাদকীয়	২
২।	তাফসীরুল কোরআন	৩
৩।	হাদীসে রাসুল (দঃ)	৬
৪।	ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে আহ্‌লে সুন্নাতের আহবান	৭
৫।	আল্লাহর জাতিনূর হতে নবীজী পয়দা	৮
৬।	নবীজীর নূরের দেহ মোবারক	১১
৭।	প্রশ্নোত্তরে নবীজীর হাযির-নাযির	১৫
৮।	খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়ব	১৯
৯।	মাওলানা আকবর আলী রেজভীর উপর ওহাবীদের হামলার তীব্র প্রতিবাদ	২৩
১০।	মিলাদুন্নবীর খুশীতে দাসী আযাদ করায় কাফের আবু লাহাবের কবরে শাস্তি লাঘব	২৪
১১।	হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাপঞ্জী	২৫
১২।	হুযুর (দঃ) এর আবির্ভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্বের একটি চিঠি-	২৯
১৩।	সম্বোধন সূচক দরূদ ও সালাম এবং নারায়ে রিসালাত "ইয়া রাসুলাল্লাহ" ধ্বনীর প্রমাণ।	৩১
১৪।	প্রশ্ন ও উত্তর (আকায়েদ ও মাসায়েল)	৩৮

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে আবার এসেছে নির্মল আনন্দ উৎসবের মাস রবিউল আউয়াল। এ মাসের প্রতিটি দিনই ঈদের দিন। আল্লামা কাস্তলানী (রহঃ) তাঁর "মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া" নামক গ্রন্থে লিখেছেন- যার বাংলা অনুবাদ হলো- "যে ব্যক্তি পবিত্র বেলাদতের পূর্ণ মাস ঈদ হিসাবে পালন করবে -আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করবেন"। পবিত্র বেলাদত দিবস উপলক্ষে মদিনা শরীফের আনসার সাহাবী হযরত আমের (রাঃ) নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে আপন গৃহে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বেলাদতের সময়ের ঘটনাবলী বয়ান করছিলেন। এমন সময় নবীজী আবু দারদা (রাঃ) সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন- "হে আমের! তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালা রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন এবং তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর ফিরিস্তাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করছেন"। (সাবিলুল হুদা- ইমাম সুয়ুতি)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন উপলক্ষে নির্মল আনন্দ উৎসব পালন করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাক কোরআন মজিদের সূরা ইউনুছ ৫৮ নং আয়াতে আদেশ করে এরশাদ করেছেন- "তোমরা আল্লাহর ফজল ও রহমত প্রাপ্তিতে আনন্দ উৎসব পালন করো। এ আনন্দ উৎসব তোমাদের যাবতীয় দুনিয়াবী ও পরকালীন সম্পদের চেয়েও বেশী উত্তম"। (তাফসীরে রুহুল মাআনী সূরা ইউনুছ ৫৮ আয়াত- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর রেওয়ায়াত)। অন্য রেওয়ায়াত মতে ফজল ও রহমত বলতে কোরআন নাযিলকে বুঝানো হয়েছে। আমরা সুন্নী মুসলমানগণ রবিউল আউয়ালে বেলাদাত উপলক্ষে আনন্দ উৎসব পালন করি জশ্নে জুলুছ ও ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের মাধ্যমে। কিন্তু হতভাগা ওহাবী মৌদুদী গং বাতিল পন্থীরা এতে নাখোশ। হুযুরের আবির্ভাবে সারা জাহান খুশী হয়েছিল -কিন্তু খুশী হতে পারেনি অভিশপ্ত শয়তান। আমরা রমযানে নুযুলে কোরআন উপলক্ষে শবে ক্বদর পালন করি আনন্দ ও খুশীর মাধ্যমে। কিন্তু অভিশপ্ত নজদীরা সেদিনও মসজিদ তালাবদ্ধ করে রাখে। তারা কোনটাই পালন করে না। আমরা উভয় রেওয়ায়াত অনুযায়ীই আমল করে থাকি। আলহামদু লিল্লাহ! তারা সব নেক কাজেই বাধার সৃষ্টি করে। তারা নুতন এক বিদ্‌আতি পন্থা উদ্ভাবন করে তার নাম রেখেছে সিরাতুন্নবী। উদ্দেশ্য হলো- মিলাদুন্নবীকে কাউন্টার দেয়া। সুন্নী মুসলমানগণ তাদের ফাঁদে পা ফেলবেনা বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অবশেষে ঈদে মিলাদুন্নবী ও জশ্নে জুলুছের মাধ্যমে তাদের অন্তরের জ্বালাকে দ্বিগুন প্রজ্জ্বলিত করার আহবান জানিয়ে আলা হযরতের (রহঃ) একটি না'তিয়া কালামের অংশ বিশেষ পাঠক বর্গকে উপহার দিচ্ছি-

জিক্‌রে মিলাদুন্নবী করতা রাহোঙ্গাঁ উম্‌র ভর,
জ্বলতে রহো নজদীয়ো, জ্বল্‌না তোমহারা কাম হায়।

তাফসীরুল কোরআন

-অধ্যক্ষ হাফেজ মোঃ আবদুল জলিল

"وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى"

"হে প্রিয় হাবীব! যখন আপনি কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন- তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি- বরং আমিই নিক্ষেপ করেছি" (সূরা আনফাল ২য় রুকু)

শানে নুযুল ঃ হযরত রাসুলে করিম (দঃ)-এর হিজরতের দ্বিতীয় বৎসর ইসলামের সর্ব প্রথম যুদ্ধ "বদর" সংঘঠিত হয়। এ যুদ্ধে ইসলামের চির শত্রু কাফেরগণ মুসলিম মিল্লাতকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মদীনা শরীফ অভিমুখে যাত্রা করে। অথচ মদীনাবাসী মুসলিমদের নিকট খোদার ভরসা ও সাহায্য এবং রাসূলে করিম (দঃ)-এর সহানুভুতি ব্যতীত অন্য কোন সহায় সম্বল ছিল না। কাফেরদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক এক হাজার এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। কাফেরদের নিকট পানাহারের সুবন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু মুসলমানেরা ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্ব। অল্প সংখ্যক খোরমা এবং পরিধানের কিছু জীর্ণ ছিন্ন কাপড় ব্যতীত কিছুই ছিল না। কাফেররা ছিল রণাঙ্গনে বাঁশীর সুরে মত্ত, কিন্তু মুসলমানেরা ছিল সদা সর্বদা আল্লাহর জিকির এবং নারায়ে রিসালাতের ধ্বনিতে পাগল। মুকাবিলা হতে চলছে- একদিকে সর্বশক্তিমান খোদার বীর মুজাহীদ, অন্যদিকে চির অভিশপ্ত শয়তানের সেনাবাহিনীরা। মুসলমানদের এ করুন অবস্থা দেখতে পেয়ে হুযুর করিম (দঃ) সিজদায় গিয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করেন- হে প্রভু, বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠে আপনার প্রার্থনাকারী শুধু অল্প সংখ্যক নিঃস্ব মুসলমান। যদি আপনি আজকের এ মহা বিপদ সংকুল যুদ্ধে তাদের সাহায্য না করেন, তা হলে পৃথিবী হতে আপনার ইবাদতকারীদের অস্তিত্ব চির বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ কাফেরগণ আপনার মুকাবিলার জন্যেই এসেছে, আপনার প্রিয় নবীকে (দঃ) তারা অস্বীকার করেছে। অতএব আপনি-

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

(মুমীনদের শির চির উন্নত থাকবে) বলে আমাকে যে বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন- তা পূর্ণ করুন। এমনি ভাবে প্রিয় নবীর (দঃ) অশ্রুবারিতে সিজদার জায়গা ভিজে গেল। অতঃপর তিনি সিজদা হতে উঠে এক মুষ্টি কংকর হাতে নিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত কাফেরদের চোখে এই অলৌকিক কংকর ক্যাঁদুনে গ্যাসের মত ধোয়াতে ঝলসে গেল। সকলে চক্ষু মোচন করতে লাগল।

অবশেষে খোদার অপরিসীম মেহেরবানীতে এ ক্ষুদ্র সংখ্যক মুসলমানদের হাতে কাফেরদের বিশাল সেনা বাহিনী পরাজয় বরণ করলো- যা ইতিহাসের পাতায় এখনও স্বর্ণাক্ষরে বিদ্যমান। এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে কারিমায় এরশাদ করেন-

"হে প্রিয় হাবীব! আপনি যে কংকর নিক্ষেপ করেছেন, তা আপনি করেন নি, বরং আমিই করেছি"। অর্থাৎ- আপনার নিক্ষেপ করা, আমারই নিক্ষেপ করা, আপনার কাজ আমারই কাজ। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ যখন খোদা পরিচিতির শেষ সোপানে উপনীত হয়, তখন সে যদিও ইতিপূর্বেকার আকার আকৃতিতে অবস্থান করে, কিন্তু তার শিরা উপশিরায় আল্লাহর প্রেম এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে, তার সমস্ত কাজই আল্লাহর কাজে পরিণত হয়।

তাই মাওলানা রুমী বলেন-

گفة او گفته الله بود

گرچه از حلقوم عبد الله بود -

"অর্থাৎ- ফানা ফিল্লাহ লোক (যে আল্লাহ পরিচিতির শেষ সোপানে উপনীত) যখন কথা বলে, তখন তার উচ্চারণ যদিও তার থেকে হয়, কিন্তু মুল ভাষা হয় আল্লাহ পাকেরই"। হযরত মুসা (আঃ) যখন খোদার সাথে কথা বলতে তুর পাহাড়ে গমন করেন, তখন এক বৃক্ষ হতে আওয়াজ আসল-

يَا مُوسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ-

"হে মুছা! আমিই বিশ্ব প্রতিপালক প্রভু" (সুরা ক্বাছাছ)। বৃক্ষ কি কোন দিন প্রভু হতে পারে? না- কখনও না, বরং বৃক্ষের মাধ্যমে প্রভুর ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছিল। এমনিভাবে عارفين বা যাঁরা আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভে ধন্য

হয়েছেন, তাঁদের ধ্বনি আল্লাহর ধ্বনি, তাদের কর্ম আল্লাহর কর্মে পরিণত হয়। ছায়্যিদুল মুরছালিন হুযুর করিম (দঃ)ও যেহেতু ফানা ফিল্লাহ-এর শেষ সোপানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই আল্লাহ পাক কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে নবীর কাজকে নিজের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেন-

"قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

-হে প্রিয় নবী! আপনি বিশ্ববাসীকে বলে দিন, তারা যদি আমার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়, তাহলে প্রথমে যেন আপনার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। (কেননা আপনার বন্ধুত্বই আমার বন্ধুত্ব) (সূরা আলে ইমরান)।

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ-

"যে রাসূলের অনুসরণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুসরণ করল" (সূরা নিছা)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -

ভাবার্থ- যারা নবীর হাতে বায়াত করে, তারা আল্লাহর হাতেই বায়াত করে (সূরা ফাতাহ)। "নবীর হাত তাদের হাতের উপর" মানে- আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى-

অর্থাৎ- নবীর (দঃ) কোন বাণী তাঁর নিজের বাণী নয়- বরং আল্লাহর-ই বাণী (সূরা ওয়ান্‌নাজম)। এমনি ভাবে, নবীর (দঃ) প্রত্যেকটি কাজ-ই প্রকৃত পক্ষে খোদারই কাজ। তাই হুযুর করিম (দঃ) নিজে এরশাদ করেছেন-

"مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ"

"যে আমাকে দেখেছে, সে খোদাকেই দেখেছে"। সুতরাং খোদার পরিচয় লাভের একমাত্র মাধ্যম হলেন নবী করিম (দঃ)। তাঁর মধ্যেই তো খোদা পরিচিতির সমস্ত কিছু নিহিত। আল্লাহ পাক বলেন-

"فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"

"প্রিয় রাসূলের মধ্যে (খোদা পরিচতিরি) উত্তম আদর্শাবলী নিহিত" (সূরা আহ্‌যাব)।

অতএব দেখা যায় যে, রাসুলকে জানা মানে আল্লাহকে জানা, রাসুলকে মানা মানে আল্লাহকে মানা, রাসুলের পরিচয় লাভ করা মানে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। রাসুলকে সম্মান করা মানে আল্লাহ্‌কে সম্মান করা।

সুফিয়ায়ে কেরামগণ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর عَبْدٌ (বান্দা), কিন্তু হুযুর করিম (দঃ) হলেন- عَبْدُهٗ (তাঁর বিশেষ বান্দা)। উপরোক্ত আয়াত এরই ইঙ্গিতবহ।

عَبْدُهٗ এবং عَبْدٌ-এর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। যথা-

১। যে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়- সে "আবদ"। আর আল্লাহ পাক যাঁর সন্তুষ্টি চান- তিনি "আবদুহু"। তাই নবীকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক বলেন-

"وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى"

"অচিরেই আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার প্রভু আপনাকে অজস্র প্রদান করবেন" (সূরা দোহা)।

২। যে আল্লাহর বান্দা হতে পেরে গর্ববোধ করে, সে "আবদ"। আর স্বয়ং আল্লাহ যাকে বান্দা করতে পেরে গর্ববোধ করে, তিনি "আবদুহু"। তাই আল্লাহ গর্ব করে বলেন-

میں وہ ہوں کہ محمد رسول اللہ کا
رب ہوں -

"আমি ঐ পবিত্র সত্ত্বা, যিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রভু"।

৩। যাঁর শান (অবস্থা) আল্লাহ হতে প্রকাশিত, সে "আব্‌দ" এবং আল্লাহর শান যাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত- তিনি "আবদুহু"।

৪। যে অপরের জন্য সৃজিত- সে আব্‌দ এবং অন্য সব যার জন্য সৃজিত- তিনি আবদুহু। তাই বলা হয়েছে-

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ –

"সমস্ত সৃষ্টি তোমারই জন্য সৃজিত"।

৫। যে আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশী- সে "আবদ" এবং আল্লাহ যাঁর সাক্ষাতের প্রত্যাশী- তিনি "আবদুহু"। তাই মে'রাজ রজনীতে স্বয়ং আল্লাহ্ নবীর (দঃ) সাথে সাক্ষাৎ দান করেছেন।

৬। যে খোদার রহমতের প্রতি গমন করে- সে "আবদ" এবং খোদার রহমত যাঁর প্রতি গমন করে- তিনি "আবদুহু"। নবী প্রেমিক কবি বলেন–

کلام لینے کو جاتے تھے طور پر موسیٰ–

تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے –

"হে প্রিয় নবী (দঃ)! খোদার বাণী শ্রবণার্থে হযরত মুছা (আঃ) তুর পাহাড়ে গমন করতেন। কিন্তু সে বাণীর জন্যে আপনাকে কোথাও যেতে হয়নি, বরং আপনার ঘরেই সে কালাম এসে যায়"।

৭। যে কিছুই নয়- সে "আবদ" এবং যিনি নিস্ত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কিছুর মূল- তিনি "আবদুহু"।

৮। যে অন্য হতে সৃজিত- সে "আবদ" এবং অন্য যার হতে সৃজিত- তিনি "আবদুহু"। তাই নবী করিম (দঃ) বলেছেন-

اَنَا نُوْرٌ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِنْ نُّوْرِىْ –

"আমি আল্লাহর নূর হতে এবং সমস্ত সৃষ্টি আমার নুর হতে সৃজিত"।

৯। যে নিজেই স্বীয় কাজের জন্য দায়িত্বশীল সে "আবদ" এবং যাঁর কাজের দায়িত্বভার স্বয়ং আল্লাহ পাকের উপর ন্যস্ত- তিনি "আবদুহু"।

১০। যাঁর কাজের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি উভয়টা নিজের উপর ন্যস্ত- সে আবদ এবং যাঁর কাজের প্রারম্ভ নিজের উপর কিন্তু সমাপ্তি নিজের উপর নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহরই উপর- তিনি আবদুহু। তাই উপরোক্ত আয়াতে নবীকে (দঃ) আল্লাহ পাক বলেন- কংকর নিক্ষেপের প্রারম্ভ আপনি করেছেন কিন্তু ইহার পরিসমাপ্তি করেছি আমি নিজেই। এতে বুঝা যায়- নবী (দঃ) এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং নবীকে সাধারণ মানুষের ন্যায় মনে করা; সম্বোধন করা; সম্পূর্ণ শরিয়ত পরিপন্থী (কুফরী)। তাই আল্লাহ পাক বলেন-

"لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا"

"তোমরা পরস্পর পরস্পরকে যে ভাবে সম্বোধন কর, প্রিয় রাসূলকে সেভাবে সম্বোধন কর না" (সূরা নূর)।

এদিকেই ইঙ্গিত করে নবী করিম (দঃ) বলেছেন-

اَيُّكُمْ مِثْلِىْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ –

"তোমাদের মধ্যে আমার সমতুল্য কে আছে? আমাকে আমার প্রভু বিশেষ ভাবে পানাহার করান"। উপরন্ত প্রিয় নবীই (দঃ) হলেন আল্লাহর মাহ্বুবে আকবার (মহান বন্ধু)। তাই খোদার সৃষ্টি জগতে মহানতার একমাত্র অধিকারী হলেন হুযুর করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। তাঁর উপর কোন সৃষ্টির মাহাত্ম নেই। তাই আ'লা হযরত (রহঃ) বলেন-

ছব্‌ছে আওলা ও আ'লা হামারা নবী।
ছব্‌ছে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী।

অবলম্বনে– তাফসীর-ই-নঈমী

হাকিমুল উম্মাত মাঃ মুফতি আহমদ ইয়ার খান (রঃ)

(রাহমাতুল্লিল আলামীন '৮৩ হতে)

সুন্নী বই কিনুন, সুন্নী বই পড়ুন ও সুন্নী বই উপহার দিন।

শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদে সুন্নী আক্বিদা ভিত্তিক কিতাব, বই, তাফসীর-কানযুল ঈমান, সুন্নী বার্তা ও মাসিক তরজুমানসহ যাবতীয় কিতাবাদি অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় শুক্রবারে।

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ

মোহাম্মদ আবুল খায়ের

শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা-১২১৭

হাদীছ-এ- রাসূল (দঃ)

মাওলানা শরীফ উল্লাহ্

حَدِيْثٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُه بِوَضُوْئِه وَحَاجَتِه فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

অর্থাৎ ঃ "রাবিআহ্ বিন কা'আব হইতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন- আমি নবী করিম (দঃ)-এর সাথে রাত্রি যাপন করিতাম। অনন্তর আমি তাঁহার অজুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস আনিয়া দিতাম। তিনি আমাকে বলিলেন- "প্রার্থনা কর"। আমি আরয করিলাম "আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি বেহেস্তে আপনার সাহচর্যে থাকিবার জন্য"। হুজুর বলিলেন- "উহা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা কর কি"? আমি আরয করিলাম (আমি) "ইহাই প্রার্থনা করিতেছি"। হুযুর করিম (দঃ) বলিলেন- "বেশী বেশী সেজদাহ (নামাজ) দ্বারা তুমি তোমার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর"। (মুসলিম শরীফ হইতে মিশকাত শরীফ ছিজদা ও উহার ফজিলত অধ্যায়)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রাবিআহ্ বিন কা'আব (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর সহিত রাত্রি যাপন করিতেন এবং অজুর পানি, মেছওয়াক, বিছানাপত্র ইত্যাদির খেদমত করিতেন। তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া নবী করিম (দঃ) রাবিআহ্ (রাঃ) কে বলিলেন "তুমি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন "বেহেস্তে আপনার সাহচর্য্যে থাকিবার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।" নবী করিম (দঃ) উহা শুনিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন-ইহা ছাড়া অন্য কিছু চাহিবার আছে কি? তোমার পছন্দমত অন্য কিছু চাও কি? হযরত রাবিআহ্ বলিলেন- আমি একমাত্র বেহেস্তে আপনার সাহচর্য্যই প্রার্থনা করি। অতপর হুজুর করিম (দঃ) তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন- তুমি বেশী বেশী নামাজ আদায় কর- তাহলে আমার সাথে বেহেস্তে সাহচর্য্য পাওয়ার জন্য ইহা খুবই সহায়ক হইবে। ইহার উদাহরণ এইরূপ- যেমন একজন ডাক্তার রুগীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াও রুগীকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে ও কাজ করিতে নির্দেশ দিয়া থাকেন। কেননা ইহা আরোগ্যের সহায়ক। সেইরূপে হুযুর করিম (দঃ) রাবিআহ্ (রাঃ) কে তাঁহার সহিত বেহেস্তে সাহচর্য্য দেওয়ার ওয়াদা করিয়াও হুজুরের (দঃ) নির্দেশ অনুযায়ী চলার জন্য পরামর্শ দান করেন। কেননা, উহা ঐ কাজের সহায়ক শক্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে।

এই হাদীছ দ্বারা তিনটি জিনিস প্রমাণিত হয়- প্রথমতঃ আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্ট জগত হুযুর (দঃ)-এর ইচ্ছাধীন। কেননা হুজুর (দঃ) রাবিআহ্কে নির্দিষ্ট করিয়া কোন জিনিস প্রার্থনা করিতে বলেন নাই। কেবল বলিয়াছেন "তুমি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর।" এই কিছুর মধ্যে অনেক জিনিস অন্তর্ভূক্ত আছে। এই কথা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন-যাঁহার ক্ষমতায় সব কিছু থাকে। হযরত রাবিআহ্ সুযোগ বুঝিয়া এমন দুইটি জিনিস চাহিয়া বসিলেন-যাহার তুলনা হয় না। একটি হুযুরের সাহচর্য্য, অপরটি বেহেস্তের সর্ব্বোচ্চ স্থান-যেখানে হুযুর করিম (দঃ) অবস্থান করিবেন। রাবিআহ্ (রাঃ)-এর আবেদন্ শুনিয়া তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়-উভয়টিই হুযুর (দঃ) দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। শেখ আবদুল হক্ব দেহলবী (রহঃ) তাহার "লোমআত" নামী কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন- হুযুরের (দঃ) ক্ষমতা এর চেয়েও অনেক বেশী।

দ্বিতীয়তঃ হযরত রাবিআহ্ হুজুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি। কিন্তু ইহা বলেন নাই যে, আমি আল্লাহর নিকট পার্থনা করি। এই অবস্থায় নবীজী তাঁহাকে বলেন নাই যে, তুমি মুশরিক হইয়া গিয়াছ। কেননা, যিনি মালিক তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করা হয়।

তৃতীয়তঃ প্রতি উত্তরে হুজুর করিম (দঃ) বলিয়াছেন-ইহা ছাড়া আরও কিছু পার্থনা কর কি? ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি জান্নাত ছাড়াও আরও অনেক কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু হযরত রাবিআহ্ মনে করিলেন- বিশ্ব জগতের সর্বশ্রেষ্ট ফুলই যখন পাওয়া যাইতেছে, পাতা চাওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।

کون دیتا ھے دینے کو منہ چاھنے -

دینے والا ھے سچا ھمارا نبی -

"একমাত্র সত্যিকার দাতা আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম।

দ্বিতীয় হাদিছ ঃ

হযরত নবী করিম খোজাইমাহ্ আনসারীর এক সাক্ষ্যকে দুই সাক্ষ্যের সমতুল্য গণ্য করেন। ঘটনা এই- সাওয়া বিন হারিছ নামক একজন বেদুইন-এর নিকট হইতে রাছুলে করিম (দঃ) একটি ঘোড়া খরিদ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বেদুইন অস্বীকার করিয়া বলে যে, আমি ইহা আপনার নিকট বিক্রয় করি নাই। আপনার কোন সাক্ষী থাকিলে হাযির করুন। ঘটনা ক্রমে বেচা কেনার সময় সেখানে অপর কেহ উপস্থিত ছিল না। এই অবস্থায় খোজাইমাহ্ (রাঃ) বলিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি- রাসুল করিম (দঃ) এই ঘোড়া খরিদ করিয়াছেন- তিনি সত্য বলিতেছেন এবং বেদুইন মিথ্যাবাদী।" রাসূলে করিম (দঃ) তাঁহাকে (খোজাইমাহ কে) প্রশ্ন করিলেন "তুমি তো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেনা, কি করিয়া সাক্ষ্য দিতেছ"? প্রতি উত্তরে খোজাইমাহ্ বলিলেন- আপনার মুখের বানী শুনিয়া আল্লাহের একত্ববাদ, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদির সাক্ষ্য দিতেছি এবং পড়িয়াছি।

اشهد ان لا اله الا الله

এই ঘোড়া কি তদপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? আমি আপনার মুখ হইতে শুনিয়াই সাক্ষ্য দিতেছি। তখন রাসূলে করিম (দঃ) খুশী হইয়া বলিলেন- "খোজাইমার সাক্ষ্য দুই সাক্ষীর সমতুল্য"।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোরআন পাকে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন যে-

واشهدوا ذوى عدل منكم -

অর্থাৎ- "ন্যায় পরায়ন দুইজন সাক্ষী মনোনীত কর"। কিন্তু হযরত খোজাইমাহ্ (রাঃ) এর সাক্ষ্যকে দুইজনের সাক্ষ্যের সমতুল্য গণ্য করা হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা গেল- নবী করিম (দঃ)-এর এই অধিকার রহিয়াছে যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কোরানের নির্দেশ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। (বোখারী শরীফ ২য় খন্ড) "মুস্তফা তেরী শওকত পে লাখো ছালাম।" (রাহমাতুল্লিল আলামীন ৮৩ হইতে)

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে আহ্‌লে সুন্নাতের আহবান

১। মুসলমানদের জন্য ২টি শরয়ী ঈদ ছাড়া আরো ৩টি ঈদের দিন রয়েছে। শবে বরাত ও শবে ক্বদর হলো ফিরিস্তাগণের ঈদের রাত্র। (গুনিয়াতুত তালেবীন) শবে বেলাদাত হলো আল্লাহর ঈদের দিন। (আল-কুরআন

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا- هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ)

২। এই দিনে মিলাদুন্নবী পালন করলে এক বৎসর পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা- ইবনে জাওযীর ফতোয়া)

৩। পবিত্র বেলাদাত শরীফে খুশী হয়ে দান খয়রাত করলে কবরের শাস্তি লাঘব হয় (বোখারী শরীফ আবু লাহাব প্রসঙ্গ।

৪। মিলাদুন্নবী পালনের প্রথা সুন্নাতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (জাওয়াহিরুল বিহার- আল্লামা ইবনে হাজর আসকলানীর উদ্ধৃতি)

৫। মিলাদুন্নবীর জন্য এক দেরহাম পরিমান খরচ করলে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জান্নাতের সাথী হবে (আন-নে'মাতুল কোবরাঃ পৃষ্ঠা ৭.৮)।

৬। মিলাদুন্নবী পালনের উদোক্তাগণ ঈমানের সাথে কবরে যাবে (ঐ)।

৭। নবী করিম (দঃ) আপন বেলাদাতের শুকরিয়া স্বরূপ প্রতি সোমবার নফল রোযা রাখতেন এবং বৎসরে ৫২ দিন ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতেন (মুসলিম শরীফ)।

৮। মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে আনন্দ উৎসব পালন করার জন্য স্বয়ং খোদার নির্দেশ রয়েছে (সূরা ইউনুছ ৫৮ আয়াত ও সুন্নীবার্তা ৩৫ নং বুলেটিন ২৭-২৮ পৃষ্ঠ)।

৯। ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে মিলাদ পড়ুন, গ্রামে গঞ্জে, শহরে বন্দরে জশ্‌নে জুল্‌ছ বের করুন।

অধ্যক্ষ হাফেজ এম,এ জলিল।

আল্লাহর জাতি নূর হতে নবীজি পয়দা

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)

মৌলভী নূরুদ্দীন আহমদ- গোয়ালিয়র, ভারত। ২৮শে জিলক্বদ ১৩১৭ হিজরী (প্রশ্নকারী)

প্রশ্ন ঃ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নূরে পয়দা হয়েছেন এবং তিনির নূরে সমগ্র মখলুকাত সৃষ্টি হয়েছে"- এই বিষয়টি কোন্ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং ঐ হাদিস খানা কোন্ পর্যায়ের? অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানিয়ে আল্লাহর প্রতিদান গ্রহণ করুন।

আ'লা হযরতের জওয়াব ঃ

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ছাত্র, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ওস্তাদ এবং ইমাম বোখারীর দাদা ওস্তাদ হাফিজুল হাদীস ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আবু বকর ইবনে হুমাম (রহঃ) আপন প্রণীত 'মোসান্নাফ' গ্রন্থে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে রেওয়ায়াত করেন ঃ

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاق بِسَنَدِه عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّٰه رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّل شَيْئٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاء- قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاء نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِه- فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى- وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّلَا قَلَمٌ وَّلَا جَنَّةٌ وَّلَا نَارٌ وَّلَا مَلَكٌ وَّلَا سَمَاءٌ وَّلَا اَرْضٌ وَّلَا شَمْسٌ وَّلَا قَمَرٌ وَّلَا جِنِّىٌّ وَّلَا اِنْسِىٌّ- فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ- فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ- وَمِنَ الثَّانِى اللَّوْحَ- وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ- ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ- فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِى الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِىَ الْمَلَائِكَةِ- ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ- فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوَاتِ- وَمِنَ الثَّانِى الْاَرْضِيْنَ- وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ- ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ- فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ- وَمِنَ الثَّانِى نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰه تَعَالٰى- وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه (مَوَاهِبِ لَدُنِّيَةَ)

(অনুবাদ) ইমাম আবদুর রাজ্জাক নিজ সনদ পরম্পরায় হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। "হযরত জাবের (রাঃ) আরয করেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর উৎসর্গীত হোক- আমাকে অনুগ্রহ করে এ সংবাদ দিন যে, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে প্রথম কোন্ জিনিস সৃষ্টি করেছেন? নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন- হে জাবের! নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে আপন নূর হতে তোমার নবীর নূর পয়দা করেছেন। অতঃপর সে নূর আল্লাহর কুদরতে ও ইচ্ছায় (লা-মাকানে) ভ্রমণরত ছিলেন। কেননা, ঐ সময় লওহ-কলম, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেস্তা, আসমান, জমীন, চন্দ্র-সূর্য, জ্বীন ও ইনসান বলতে কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা। অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা মখলুকাত সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন- তখন আমার ঐ নূরকে (নূরের তাজাল্লি) চার ভাগ করে প্রথম ভাগ দিয়ে কলম, দ্বিতীয়

Note: উল্টা-পাল্টা বুঝলে শিরক বা কুফুরী হতে পারে। তাই (৯,১০) দুটো খুব ভাল করে পড়ুন। Summary

ভাগ দিয়ে লওহে মাহফুজ এবং তৃতীয়ভাগ দিয়ে আরশ পয়দা করলেন। অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগকে পুনরায় ৪ ভাগ করে প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফেরেস্তা, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে কুরছি এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে অন্যান্য ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন। পুনরায় অবশিষ্ট চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৬.১ ভাগকে ৪ ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ দিয়ে আসমান, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে জমীন, তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেস্ত-দোজখ সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট ১ ভাগ অর্থাৎ ৬৪.১ অংশকে পুনরায় চার ভাগ করে অন্যান্য সৃষ্টি জগত পয়দা করেন"। (নূরে মোহাম্মদীকে মোট ৬৪ x ৪ = ২৫৬ ভাগ করে সমগ্র-মখলুকাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ভাগ মূল নূরকে নয়- বরং উহার জ্যোতি বা তাজাল্লীকে ভাগ করে সৃষ্টি করা হয়েছে)।

উক্ত হাদীস খানা ইমাম বায়হাকী দালায়েলুন্নবুয়াত গ্রন্থে, আল্লামা কাসতুলানী মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে, ইমাম ইবনে হাজর মক্কী আফদালুল কোরা গ্রন্থে, আল্লামা ফাছী মাতালিউল মোছাররাত গ্রন্থে এবং আল্লামা আব্দুল বাকী জুরকানী শরহে মাওয়াহিব গ্রন্থে, আল্লামা আবু বকর দিয়ারে বিকরী খামিছ গ্রন্থে, শেখ আব্দুল হক দেহলভী মাদারিজুন্নবুয়ত গ্রন্থে- সংকলন করেছেন। শুধু সংকলনই নয়- বরং তাঁরা উক্ত হাদীসকে সনদ ও দলীল হিসেবেও গ্রহণ করেছেন। তাই উক্ত রেওয়ায়াতকৃত হাদীস খানা উম্মতের গণ্যমান্য মোহাদ্দেসগণের নিকট সর্বজন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে হাদীসখানা হাসান, সালেহ, মকবুল ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। মোহাদ্দেসীন কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর মূল সনদসূত্র অনুসন্ধানের আর প্রয়োজন পড়েনা। (কাজেই মোসান্নাফ গ্রন্থে উমাম আব্দুর রাজ্জাক সনদ বয়ান না করার কারণে উহাকে অগ্রহণযোগ্য বলা যাবেনা- অনুবাদক)। আল্লামা আব্দুল গণী নাবলুসী (রহঃ) হাদিকায়ে নাদিয়া শরহে তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে- আল্লাহ্ তায়ালা আপন নূর হতে মোহাম্মদী নূর পয়দা করেছেন এবং এ সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস এসেছে। তাঁর মতে উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীস সহীহ্- যা প্রথম শ্রেণীর হাদীস বলে গণ্য।

আল্লামা ফাছী মাতালিউল মোছাররাত শরহে দালায়েলুল খায়রাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ "আকায়েদের ইমাম আবুল হাসান আশ্আরী (রহঃ) বলেছেন-

اَللّٰهُ نُوْرٌ لَيْسَ كَالْاَنْوَارِ -

আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই নূর- তবে অন্যান্য নূরের মত নয়। আর ঐ নূরের জ্যোতিই হচ্ছেন প্রিয় নবী (দঃ)-এর পবিত্র রূহ বা মূল। ফেরেস্তাগণ হচ্ছেন সেই নূরে মোহাম্মদীর ফুল। এজন্যই নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ وَكُلُّ شَيْئٍ مِّنْ نُّوْرِىْ -

আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর পয়দা করেছেন এবং আমার নূর হতেই সবকিছু পয়দা করেছেন"।

পুনঃ প্রশ্ন ঃ কোন কোন মিলাদ গ্রন্থে দেখা যায়- নূরে মোহাম্মদী নূরে খোদা হতে সৃষ্ট। এই হাদিসের ব্যখ্যায় যায়েদ বলছেন- "বর্ণিত রেওয়ায়াতখানা যদি সহীহ্ হয়,তবে উহা মোতাশাবিহি- যার মর্মবাণী অনুৎঘাটিত পর্যায়ের। আল্লাহ-ই ইহার প্রকৃত মর্ম জানেন- অন্য কেউ নয়"। আমর বলছেন- "আল্লাহর জাতি নূরকে খন্ড করে ঐ খন্ডিত অংশ দিয়ে নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টি হয়েছে।" বকর বলছেন- "ইহার উদাহরণ হলো- এক চেরাগ থেকে অন্য চেরাগ জ্বালানোর ন্যায়। এক চেরাগের রৌশনী অন্য চেরাগের রৌশনীর অংশ নয়। অনুরূপভাবে নূরে মোহাম্মদী নূরে খোদা হতে সৃষ্ট হয়েও খোদার অংশ নয়।" খালেদ বলছেন- "মোতাশাবিহির ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম মতবাদটি গ্রহন করবো কিন্তু এর নিম্ন পর্যায়ের মতবাদকে খারাপও বলবনা।"উক্ত চারটি ব্যাখ্যার মধ্যে কোন্টি গ্রহণযোগ্য? দয়া করে বর্ণনা করে উপযুক্ত সাওয়াবের মালিক হউন। মৌলভী আলতাফুর রহমান- ১৪ শাবান ১৩১৩ হিজরী।

আ'লা হযরতের জওয়াব ঃ

দ্বিতীয় ব্যক্তি আমর যেই ব্যাখ্যা দিয়েছে- "নূরে মোহাম্মদী নূরে খোদার অংশ"। এটা সম্পূর্ণ বাতিল, ঘৃণিত ও গোমরাহীপূর্ণ, বরং আরো কঠিন বিষয়ের (কুফরী) দিকে ধাবমান। কেননা, আল্লাহর কোন অংশ পৃথক হয়ে পরে ঐ অংশই মখলুক হওয়ার ধারণাটি সম্পূর্ণ কুফরী। আল্লাহ এমন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র।

প্রথম ব্যক্তি যায়েদ উক্ত হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান। এটা তার মূর্খতার ও অস্বীকৃতির প্রমাণ বহন করে। জগত বিখ্যাত মোহাদ্দেসগণ উক্ত রেওয়ায়াত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার ফলে উহা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হয়েছে। তদুপরি- আল্লামা আব্দুল গণি নাবলুসী উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে যায়েদের মুতাশাবিহি বলা ঠিক

আমারও বলছি "উল্টা পাল্টা বুঝে শিরক (খোদার সাথে শরিক) বা কুফর (সঠিকটা অস্বীকার) করবেন না।" (যানি) কারন শিরক মহাপাপ।

হয়েছে। কেননা, নবী করিম (দঃ) আল্লাহর নূর হতে কিভাবে পয়দা হয়েছেন- তার প্রকৃত রূপ আমাদের জানা নেই। আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় রাসুলও (দঃ) তা ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বলেন নি। সুতরাং-এ হিসাবে উহাকে মুতাশাবিহি বা গুঢ়রহস্য বলা যায়।

তৃতীয় ব্যক্তি- বকরের মন্তব্য- "এক চেরাগ হতে অন্য চেরাগ উদ্দীপ্ত করার উপমার ন্যায়" বলা দ্বিতীয় ব্যক্তি আমরের কুফরী মন্তব্য রদ করার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। বকরের উপমার চেয়ে আরো সুন্দর উপমা হচ্ছে- সূর্য ও তার আলো। সূর্যের আলো যে বস্তুর উপর পতিত হয়, তা আপনিই আলোকিত হয়ে উঠে। তাই বলে উক্ত আলোকময় বস্তুটি সূর্যের অংশ হয় না এবং ঐ আলো-কে সূর্য হতে পৃথকও বলা যাবেনা। তদ্রূপ- নবী করিম (দঃ) নূরে খোদা হয়েও খোদার অংশ নন এবং খোদা হতে জুদা বা পৃথকও নন। এটা শুধু বোধগম্য হওয়ার জন্য সামান্য উপমা মাত্র। যতই উপমা দেয়া হোক না কেন- লক্ষ কোটি ভাগের একভাগও হবেনা। চতুর্থ ব্যক্তি খালেদের ব্যাখ্যাটি খুবই কৌশলপূর্ণ- "আমরা বিশুদ্ধতম মতটি গ্রহণ করবো কিন্তু নিম্ন পর্যায়ের বিশুদ্ধ মতের বিরোধিতাও করবোনা"। ইহাই ইমামগণের গৃহীত মত। (সমাপ্ত)।

পুনঃ প্রশ্নঃ রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 'জাতি নূরে' পয়দা- নাকি 'সিফাতি নূরে' পয়দা? নূর জিনিসটি কি? হাকিম মোহাম্মদ ইবরাহীম বেনারসী- ১৯শে জিলক্বদ ১৩২৯ হিজরী।

আ'লা হযরতের জওয়াব ঃ

সাধারণ পরিভাষায় নূর বলা হয় এমন একটি অবস্থাকে- যা প্রথমে চোখে দেখা যায় এবং উহার মাধ্যমে দ্বিতীয় দৃশ্যমান বস্তুকে দেখা যায়। সৈয়দ শরীফ তাঁর তা'রিফাত গ্রন্থে এভাবেই নূরের সংগা বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তার সংগাটি সৃষ্ট নূর সম্পর্কে। স্রষ্টার নূরের সংগা এটা নয়।

মোহাক্কেকীন উলামায়ে কেরামের মতে নূরের প্রকৃত সংগা হলো- ("যাহা নিজে স্বয়ং প্রকাশমান এবং অপরকে প্রকাশকারী") আরবীতে বলা হয়-

ظاهر لنفسه مظهر لغيره

"জাহেরুন বিনাফছিহি মুজহিরুন লিগাইরিহি"। ইমাম গাজ্জালী এবং আল্লামা জুরকানী শরহে মাওয়াহিব গ্রন্থে নূরের উক্ত ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। এই অর্থে আল্লাহই হচ্ছেন হাকিকী নূর বরং আল্লাহই প্রকৃত পক্ষে নূর- অন্য সব তার প্রতিবিম্ব মাত্র। আল্লাহ হচ্ছেন স্বয়ং বিকাশমান এবং অন্যকে বিকাশকারী। এই অর্থেই আল্লাহ নূর।

এবার আসা যাক নবী করিম (দঃ)-এর নূর প্রসঙ্গে। নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর জাতি নূর হতে পয়দা হয়েছেন কেননা, হযরত জাবেরের (রাঃ) হাদীসে "মিন নূরিহী" বলা হয়েছে- যার অর্থ আল্লাহর জাতি নূর হতে। 'নূরিহী' শব্দটির মধ্যে (হি) সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে 'আল্লাহ' শব্দটি যার দিকে "হি" জমিরটি প্রত্যাবর্তন করেছে। 'আল্লাহ' শব্দটি- ইছমে জাত। সুতরাং জাতে বারী তায়ালার জাতি নূর হতেই নবীজী পয়দা হয়েছেন। যদি 'সিফাতি নূর' হতে পয়দা হতেন, তাহলে বলতেন- মিন নূরি জামালিহি, মিন নূরি ইলমিহি অথবা মিন নূরি রাহমাতিহী ইত্যাদি। জামাল, ইলম ও রহমত- এগুলো আল্লাহর সিফাত। এগুলোর থেকে তিনি সৃষ্ট- একথা হাদীসে বলা হয়নি। সুতরাং সিফাতি নূর হতে নবী করিম (দঃ) পয়দা নন। 'নবীজী জাতি নূরের সৃষ্টি'- একথার প্রমাণ স্বরূপ আল্লামা ইমাম জুরকানী 'মিন নূরিহি' বাক্যাংশটির ব্যাখ্যায় বলেছেন- 'মিন নূরিন হুয়া জাতুহু- অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবকে এমন নূর হতে পয়দা করেছেন- যাহা স্বয়ং জাতে এলাহী"। অর্থাৎ কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আপন জাতসত্ত্বা হতে পয়দা করেছেন। ইহাকে এজাফতে বয়ানিয়া বলা হয়। মাসিক আল বাইয়েনাত এই অংশটুকুর ভুল অর্থ লিখেছে এভাবে- "হে জাবের! তোমার নবীর নূর আল্লাহ তায়ালা আপন জাত কর্তৃক সৃষ্টি করেছেন"। প্রকৃতপক্ষে হবে- "আপন জাত হতে"। (জুরকানী প্রথমখন্ড ৫৫ পৃষ্ঠা)।

শেখ আবদুল হক দেহলভী মাদারেজ গ্রন্থে লিখেছেন

وسيد رسل مخلوق است از ذات حق

"ওয়া ছাইয়েদে রসুল মখলুক আস্ত আজ জাতে হক" অর্থাৎ সাইয়েদুল মোরছালীন আল্লাহর জাত হতে সৃষ্ট"। (সংক্ষিপ্ত)

(যারা রাসুল (দঃ) কে "আল্লাহর জাতি নূর হতে সৃষ্ট" বলে স্বীকার করে না, তারা এর দ্বারা ইচ্ছা করলে হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারবে। -অনুবাদক)

মূলঃ নূরুল মোস্তফা
অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

(পুণঃ মুদ্রণ)

স্বয়ং নিজে প্রকাশমান উল্টা বুঝলে শিরক।

নবীজীর নূরের দেহ মোবারক

-অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

আমরা নূরের পক্ষের কিছু রেওয়ায়াত পেশ করে প্রমান করবো- নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকও নূরের তৈরী ছিল। যথাঃ

১) জুরকানী শরীফ ৪র্থ খন্ড ২২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

لَمْ يَكُنْ لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا -

অর্থ ঃ "সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকের ছায়া পড়তোনা। কেননা, তিনি ছিলেন আপাদ মস্তক নূর"।

২) ইমাম কাযী আয়ায (রহঃ) শিফা শরীফের ১ম খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠায় লিখেন-

وَمَاذُكِرَ مِنْ اَنَّهُ كَانَ لَاظِلَّ لِشَخْصِهِ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا

অর্থঃ "নবুয়তের নিদর্শন ও দলীল হিসাবে যে রেওয়ায়াতটি পেশ করা হয়, তা হচ্ছে ঃ "দিনের সূর্যের আলোতে কিংবা রাত্রের চাঁদের আলোতে-কোনটিতেই হুযুরের (দঃ) দেহ মোবারকের ছায়া পড়তোনা। কেননা তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর"।

৩) ওহাবীদের নেতা আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তার شُكْرُ النِّعْمَةِ بِذِكْرِ رَحْمَةِ الرَّحْمَةِ গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন-

یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نیں تھا (اسلئے کہ) ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتا پا نورہی نور تھے -

অর্থ ঃ একথা সর্বজন স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ যে, "আমাদের হুযুর (দঃ)-এর দেহের ছায়া ছিল না। কেননা, আমাদের হুযুর (দঃ) মাথা মোবারক হতে পা মোবারক পর্যন্ত শুধু নূর আর নূর ছিলেন"। (শোক্‌রে নেয়ামত ৩৯ পৃষ্ঠা)

৪) ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) আন-নে'মাতুল কোবরা গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় হাদীসে লিখেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَخِيْطُ فِى السَّحَرِ ثَوْبًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَفَأَ الْمِصْبَاحُ وَسَقَطَتِ الْاِبْرَةُ مِنْ يَدِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَضَاءَ الْبَيْتُ مِنْ نُوْرِ وَجْهِهٖ فَوَجَدْتُ الْاِبْرَةَ -

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত - তিনি বলেন ঃ আমি রাতে বাতির আলোতে বসে নবী করিম (দঃ) এর কাপড় মোবারক সেলাই করছিলাম। এমন সময় প্রদীপটি নিভে গেল এবং আমি সুচটি হারিয়ে ফেললাম। এর পর পরই নবী করিম (দঃ) অন্ধকারে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা মোবারকের নূরের জ্যোতিতে আমার অন্ধকার ঘর আলোময় হয়ে গেল এবং আমি (ঐ আলোতেই) আমার হারানো সুঁচটি খুঁজে পেলাম"। সোবহানাল্লাহ।

৫) মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী তাঁর عُمْدَةُ النُّقُوْلِ গ্রন্থে লিখেছেন-

وَالَّذِىْ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ كَانَ نُوْرًا فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَيْضًا مَارَوَى زَكَرِيَّا يَحْىٰ ابْنُ عَائِذٍ اَنَّهٗ بَقِىَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ تِسْعَةَ اَشْهُرٍ فَلَاتَشْكُتْ وَجْعًا وَّلَا مَغْضًا وَّلَا رِيْحًا -

অর্থ ঃ নবী করিম (দঃ) মায়ের গর্ভেই নূর ছিলেন। এর দলীল হচ্ছে জাকারিয়ার বর্ণিত হাদীস। নবী করিম (দঃ)

নয় মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। এ সময়ে বিবি আমেনা (রাঃ) কোন ব্যথা বেদনা বা বায়ু আক্রান্ত হননি এবং গর্ভবতী অন্যান্য মহিলাদের মত কোন আলামতও ছিলনা।

৬) মেশকাত শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

وَاَنَا رُؤْيَا اُمِّىْ اَلَّتِىْ رَأَتْهَا اَنَّهٗ نُوْرٌ خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا وَاَضَاءَ لَهَا قُصُوْرَ الشَّامِ -

অর্থ ঃ "আমার জন্মের প্রাক্কালে তন্দ্রাবস্থায় আম্মাজান দেখেছিলেন- একটি নূর তাঁর গর্ভ হতে বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ পর্যন্ত আলোকিত করেছে। নবী করিম (দঃ) বলেন- "আমি আমার মায়ের দেখা সেই নূর"। (মেশকাত শরীফ)।

৭) আল্লামা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত শাহ আহমদ রোজা খান বেরলভী (রহঃ) হাদায়েকে বখ্শিশ গ্রন্থের ২য় খন্ড ৭ পৃষ্ঠায় ছন্দে লিখেন-

تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا

سایہ کاسایہ نہ ہوتا ہے نہ سا یہ نور کا

অর্থ ঃ "হে প্রিয় রাসুল! আপনি খোদার নূরের প্রতিচ্ছবি বা ছায়া। আপনার প্রতিটি অঙ্গই এক একটি নূরের টুক্রা। নূরের যেমন ছায়া হয়না, তদ্রূপ ছায়ার ও প্রতিচ্ছায়া হয়না"। কাজেই আপনারও ছায়া নেই। যেহেতু আপনি নিজে নূর এবং আল্লাহর নূরের ছায়া।

৮) মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী ৩য় জিলদ মকতুব নং ১০০তে হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ) লিখেছেন- অনুবাদ "রাসুল করিম (দঃ)-এর সৃষ্টি কোন মানুষের সৃষ্টির মত নয়। বরং নশ্বর জগতের কোন বস্তুই হযরত নবী করিম (দঃ)-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্বীয় নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন"।

এছাড়াও দেহ মোবারকের প্রতিটি অঙ্গ নূর হওয়ার বহু দলীল কিতাবে উল্লেখ আছে। সুতরাং সৃষ্টির আদিতেও তিনি নূর, মায়ের গর্ভেও নূর এবং দুনিয়াতেও দেহধারী নূর। এতে কোন সন্দেহ নেই। বশরী সুরতে ও কভারে সে নূরকে আবৃত করে রাখা হয়েছে মাত্র। যেমন, তারের কভারে বিদ্যুৎকে বন্দিকরে রাখা হয়। এত সব প্রমাণ সত্ত্বেও যারা নবী করিম (দাঃ) কে মাটির সৃষ্টি বলে- তাদেরকে বেদ্বীন ছাড়া আর কি-ই বলা যাবে?

মাটির রেওয়ায়াত খণ্ডন

আমরা প্রথম সৃষ্টিতে প্রমাণ পেলাম- আল্লাহর জাত থেকে, জাতি নূরের জ্যোতি হতে রাসুল (দঃ) পয়দা হয়েছেন। সাহাবী জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মরফু হাদীস অর্থাৎ স্বয়ং নবী করিম (দঃ)-এর জবানে বর্ণিত হাদীস দ্বারা হুযুর (দঃ) নূরের সৃষ্টি বলে প্রমাণিত হয়েছে। মাটি পানি, আগুন, বায়ু-এই উপাদান চতুষ্টয় যখন পয়দাই হয়নি, তখনই আমাদের প্রিয় নবী পয়দা হয়েছেন। সুতরাং তিনি যে মাটির সৃষ্টি নন এবং মাটি সৃষ্টির পূর্বেই পয়দা, একথা সুস্পষ্ট রূপে প্রমানিত হলো। কিন্তু আলমে নাছুত অর্থাৎ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের সময় যে বশরী সুরত বা মানব শরীর ধারণ করেছেন, তা কিসের তৈরী -এ নিয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমনঃ কা'বে আহবার (রহঃ) এবং সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক কথিত হাদীস বা রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক মদিনা শরীফের রওযা মোবারকের পবিত্র মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দুখানা রেওয়ায়াতকে পুঁজি করে একদল ওলামা বলেন- হুযুর (দঃ) মাটির তৈরী। বাংলাদেশী সংস্করণের কোন কোন আলেম (জালেম?) আবার ঠাট্টা করে বলেন- সাদা মাটির তৈরী (নাউযুবিল্লাহ)। জনৈক মুহাম্মদ ফজুলল করিম রচিত "তাওহীদ রিসালাত ও নূরে মোহাম্মদ সৃষ্টি রহস্য" নামক বই খানা দ্রষ্টব্য। উক্ত বইয়ে হুযুর (দঃ)-কে নূর বলে অস্বীকার করা হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)।

আবার কোন কোন সহি রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, হুজুর (দঃ) নূর হয়েই আদম (আঃ)-এর সাথে জগতে তাশরীফ এনেছেন এবং খোদার কুদরতে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ নূর এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর দেহ হতে ঐ পবিত্র নূর সরাসরি হযরত আমেনা (রাঃ)-এর গর্ভে স্থান লাভ করেন এবং যথাসময়ে নূরের দেহ ধারণ করে দুনিয়াতে আগমন করেন। উক্ত দুই মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি সটিক তা যাচাই করলে দেখা যাবে যে, ইল্‌মে হাদীসের পর্যালোচনা ও নীতিমালার আলোকে দ্বিতীয় মতবাদটিই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। তাই মাটির রেওয়ায়াত দুটি উছুলে হাদিসের নীতিমালার আলোকে পর্য্যালোচনা করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত কথিত হাদীস খানা নিম্নরূপ-

عَنْ عَبْدِاللّٰه بْن مَسْعُوْد رَضِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَامِنْ مَّوْ لُوْد اِلَّاوَفِىْ سُرَّته مِنْ تُرْبَتِه الَّتِىْ خُلِقَ مِنْهَا حَتّٰى يُدْفَنَ فِيْهَا وَاَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ وَفِيْهَا نُدْفَنُ- (تفسير مظهرى خطيب بغدادى- اَلْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ)

অর্থাৎ ঃ "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথিত রেওয়ায়াতে রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেনঃ "প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। যেখানকার মাটি তার খামিরে রাখা হয়েছিল, মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্ত হয়"। তিনি নাকি আরো বলেনঃ "আমি, আবু বক্‌র ও ওমর একই মাটি হতে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্ত হবো"। (তাফসীরে মাযহারী ও খতীবে বাগদাদীর আল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিখ)।

উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মোহাদ্দিসগণের মতামত ঃ

খতীবে বাগদাদী (রহঃ) এই রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করে বলেনঃ হাদীসটি গরীব। গরীব হাদীস বলা হয় বর্ণনাকারীগণের মধ্যে প্রতি যুগে মাত্র একজন বর্ণনা কারীই উক্ত রেওয়ায়তটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় কোন বর্ণনাকারী নেই। গ্রহন যোগ্যতার ক্ষেত্রে গরীব হাদিস দ্বারা কোন আইনী বিষয় প্রতিষ্ঠা করা যায়না। উসুলে হাদীস দ্রষ্টব্য। হাদীস শাস্ত্রের বিশারদ আল্লামা ইবনে জাওজি বলেন- এই হাদীসটি মউজু ও ভিত্তিহীন। এই দুটি মতামত স্বয়ং ওহাবী তাফসীর মাআরেফুল কোরআন-এর বাংলা সংক্ষিপ্ত সংস্করন সৌদী আরব ছাপা পৃষ্ঠা ৮৫৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়াত হিসাবে প্রত্যেক লেখকের কিতাবেই এটি পাওয়া যায়। কিন্তু-এর নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচার করেন হাদীসের "জেরাহ ও তাদীল" বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ। ইবনে জওযীর মতামতের গুরুত্ব প্রত্যেক হাদীস বিশারদের নিকটই স্বীকৃত। সুতরাং একটি জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট রেওয়ায়াতের উপর নির্ভর করে রাসুলে পাকের (দঃ) দেহ মোবারককে মাটির দেহ বলা কতটুকু অসঙ্গত- তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। জাল হাদীস তৈরীতে রাফেজী ও বাতিল ফের্কাগুলি ঐ যুগে তৎপর ছিল। তারা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নাম ব্যবহার করে ভিত্তিহীন হাদীস তৈরী করতো। তদুপরি এটি হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত মরফু হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কা'ব আহবারের রেওয়ায়াত নিম্নরূপ-

عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قَالَ- لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَمَرَ جِبْرِيْلَ اَنْ يَّأْتِيَهُ بِالطِّيْنَةِ الَّتِىْ هِىَ قَلْبُ الْاَرْضِ وَبَهَاؤُهَا وَنُوْرُهَا قَالَ فَهَبَطَ جِبْرِيْلُ فِىْ مَلَائِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَمَلَائِكَةِ الرَّفِيْعِ الْاَعْلٰى فَقَبَضَ قَبْضَةً رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ مَّوْضِعِ قَبْرِه الشَّرِيْفِ وَهِىَ بَيْضَاءُ مُّنِيْرَةٌ فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيْمِ فِىْ مَعِيْنِ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتّٰى صَارَتْ كَالدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيْمٌ ثُمَّ طَافَتْ بِهَا الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِىِّ وَفِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجَمِيْعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَّفَضْلَهُ قَبْلَ اَنْ تَعْرِفَ اٰدَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (اَلْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَةُ)

অর্থঃ হযরত কা'ব আহবার (তাবেয়ী) বলেনঃ যখন আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি জিব্রাইল (আঃ) কে এমন খামিরা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ করলেন- যা ছিল পৃথিবীর আত্মা, ঔজ্জ্বল ও নূর। এই নিদের্শ পেয়ে জিবরাইল (আঃ) জান্নাতুল ফেরদাউস এবং সর্বোচ্চ আসমানের ফিরিস্তাদের নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। অতঃপর রাসুলে খোদার রওযা শরীফের স্থান থেকে এক মুষ্ঠি খামির নিয়ে নিলেন। উহা ছিল আলোময় সাদা। পরে উক্ত খামিরকে বেহেস্তের

প্রবাহিত নহর সমূহের মধ্যে তাছনীম নামক ঝরনার পানি দিয়ে গোলার পর সেটি এমন একটি শুভ্র মুক্তার আকার ধারণ করলো, যার মধ্যে ছিল বিরাট আলো শিখা। অতঃপর ফিরিস্তারা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে উক্ত মুক্তা আকৃতির আলোময় খামির নিয়ে আরশ, কুরছি, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত ও সাগর-মহাসাগরের চর্তুদিকে প্রদক্ষিণ করলেন। এভাবে ফিরিস্তাকুল ও অন্যান্য সকল মাখলুক হযরত আদম (আঃ)-এর পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই আমাদের সর্দার ও মুনিব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর ফযিলত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করলো"। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)।

হাদীসের পর্যালোচনা ঃ

উপরোক্ত কা'ব আহবার (রঃ)-এর রেওয়ায়াত খানার বিচার বিশ্লেষণ করলে নীচের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো বের হয়ে আসে। যথাঃ

(১) কা'ব আহবার (রাঃ) পূর্বে একজন বড় ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন। রাসুলের যুগে তিনি মুসলমান হননি। সুতরাং সাহাবী নন। তিনি হযরত আবু বকর বা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে মুসলমান হয়ে তাবেয়ীনদের মধ্যে গন্য হন। সাহাবীর বর্ণিত হাদীস রাসুলের জবানে শ্রুত হলে তাকে মারফু মোত্তাসিল বলা হয়। আর রাসুলের উল্লেখ না থাকলে মাওকুফ বলা হয় এবং তাবেয়ীর বর্ণিত হাদীস যার মধ্যে সাহাবী ও রাসুলের হাওয়ালার উল্লেখ নেই, তাকে বলা হয় হাদীসে মাকতু। হাদীসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীই এই সুত্র ভালভাবেই জানেন। তাবেয়ীর মাকতু হাদীস-যদি রাসুলের বর্ণিত হাদীসের সাথে গরমিল বা বিপরীত হয়, তাহলে সাহাবীর বর্ণিত মারফু হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে। কা'ব আহবারের মাটির হাদীসখানা নিজস্ব এবং তৃতীয় পর্যায়ের। আর পূর্বে বর্ণিত হযরত জাবেরের নূরের হাদীসখানা ১ম পর্য্যায়ের। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে ১ম স্থানের হাদীসই অগ্রগণ্য। সুতরাং উসুলের বিচারে কা'ব আহ্বারের হাদীসখানা দুর্বল ও মোরসাল এবং সহী সনদেরও খেলাফ। সোজা কথায় তাবেয়ীর বর্ণিত হাদীস সাহাবী বর্ণিত হাদীসের সমকক্ষ হতে পারে না।

(২) আল্লামা জুরকানী বলেনঃ কা'ব আহবার পূর্বে ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থে ইসরাইলী বা ইহুদী বর্ণনার মাধ্যমে এই তথ্য পেয়ে থাকবেন। এই সম্ভাবনার কারণে ইসরাইলী বা ইহুদী বর্ণনা হলে তা আমাদের শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না-যদি অন্য হাদীসের বিপরীত হয়। কা'ব আহবারের বর্ণিত হাদীসটি হযরত জাবেরের বর্ণিত হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং গ্রহনযোগ্য নয়।

(৩) তদুপরি "তিনাত" (طِيْنَةً) শব্দটির অর্থ মাটি নয় বরং খামির। এই খামিরের ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

نُوْرُ الْاَرْضِ ও قَلْبُ الْاَرْضِ، بَهَاءُ الْاَرْضِ

দ্বারা। সুতরাং জিবরাইলের সংগৃহীত বস্তুটি সরাসরি মাটি ছিলনা। বরং মাটি হতে উৎপন্ন নূর ও তার সারাংশ। এই নূর ও সারাংশটিই পরে বেহেস্তের তাছনীম ঝরনার পানি দিয়ে গুলিয়ে এটাকে আরো অনু পরমাণুতে পরিণত করা হয়েছিল। যেমন পানি হতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। তাই বলে বিদ্যুৎকে পানি বলা যাবে না। নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক ছিল সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে সুক্ষ্মতম। এ মর্মে একখানা হাদীস মিলাদে মোহাম্মদী ও হাকিকতে আহমদী নামক বাংলা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বইখানার লেখক ফুরফুরার খলিফা মেদিনীপুরের মরহুম বাশারাত আলী। হাদীসখানা হচ্ছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ اَجْسَادُنَا كَاَجْسَادِ الْمَلَائِكَةِ-

অর্থ্যাৎ-"আমরা নবীগণের শরীর হলো ফিরিস্তাদের শরীরের মত নূরানী ও অতিসুক্ষ্ম"। তাইতো নবী করিম (দঃ) সুক্ষ্মতম শরীর ধারণ পূর্বক আকাশ ও ফিরিস্তা জগতের, এমন কি আলমে আমর তথা আরশ কুরছি ভেদ করে নিরাকারের দরবারে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাটির দেহ ভারী এবং তা লক্ষ্যভেদী নয়। মোদ্দা কথায়- উপরের দুখানা হাদীস পর্য্যালোচনা করলে ইবনে মাসউদ (রঃ)-এর প্রথম হাদীসখানা জাল এবং কা'ব আহবারের দ্বিতীয়টি ইসরাইলী বা ইহুদী সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনা-যা হাদীসে মারফুর খেলাফ। তদুপরি কা'ব আহবারের হাদীসখানায় বিভিন্ন তাবিল বা ব্যাখ্যা করার অবকাশ রয়েছে। ইহা মোহ্কাম বা স্থির নয়। সুতরাং হযরত জাবের (রাঃ)-এর মারফু হাদীস ত্যাগ করে কাবে আহবারের মাকতু রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। অজ্ঞতা বশতঃ কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন-নবীজী-নূর ও মাটি সমন্বয়ে গঠিত।

(নূর-নবী হতে)

প্রশ্ন-উত্তরে হুযুর (দঃ)-এর "হাজির নাজির"

(সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদর্শী)

মাওলানা এ. এইচ. এম. মোস্তাক আহমেদ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে ভ্রান্ত, দিশেহারা, অন্ধত্বের অতল গহবরে নিমজ্জিত মানব জাতিকে সঠিকও সত্য পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে অগণিত নবী-রাসূলকে বিশেষ বিশেষ গুনাবলীতে বিভূষিত করে প্রেরন করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যেহেতু সকল নবী ও রাসূলদের শিরোমনি, সেহেতু তাঁর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য অলৌকিক গুনাবলীর সমাবেশ, তন্মধ্যে "হাজির ও নাজির" একটি বিশেষ গুণ।

নিম্নে রাসূলে পাক (দঃ)-এর "হাজির ও নাজির" (সর্বত্র বিরাজমান ও সমূদয় বস্তুর দ্রষ্টা) হওয়ার সত্যতা প্রশ্নোত্তরে বিভিন্ন প্রমানাদিসহ লিপিবদ্ধ করা হ'ল। আশা করি পাঠক সমাজ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বুঝতে সচেষ্ট হবেন।

১। প্রশ্নঃ "হাজির নাজির" তো আল্লাহ পাকের বিশেষ গুণ। যেহেতু আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেছেন-

عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ- بِكُلِّ شَيْئٍ مُحِيْطٌ-

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি প্রত্যেক বস্তুর পরিবেষ্টনকারী। সুতরাং গায়রুল্লাহ্ তথা রাসূলে পাক (দঃ)-এর জন্য "হাজির নাজির" সাব্যস্ত করা শিরক নয় কি?

উত্তরঃ কোন স্থানে "হাজির-নাজির" হওয়া কখনো আল্লাহ পাকের হাকিকী গুণ নয়। কেননা, তিনি স্থান ও কাল হতে সম্পূর্ণ পূতঃ পবিত্র। আকায়েদের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ আছে যে-

وَلَا يَجْرِىْ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَّلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَكَانٌ-

অর্থাৎ - "কালের চক্র হ'তে আল্লাহ্ তা'লা পূতঃ পবিত্র এবং কোন স্থানও আল্লাহকে আবদ্ধ রাখতে পারেনা।" এক কথায় তিনি স্থান ও কালের বন্ধন হতে উর্দ্ধে। তবে আল্লাহ্ তা'লা "হাজির-নাজির" এই অর্থে যে, তিনি স্থান ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। আর ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (তিনি আরশে উপবিষ্ঠ হ'লেন) এবং بِكُلِّ شَيْئٍ مُحِيْطٌ (তিনি সমুদয় বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন) অনুরূপ আরো যে সমস্ত আয়াত দ্বারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, "আল্লাহর ক্ষেত্রেও স্থান-কাল ও পাত্রের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, তদুত্তরে মোফাচ্ছির কেরাম বলেন-যে সমস্ত আয়াত দ্বারা এরূপ সন্দেহের সঞ্চার হয়, এগুলোর অর্থ হবে আল্লাহ্ عِلْمًا ও قُدْرَةً (জ্ঞান ও শক্তি) দ্বারা স্থান-কাল ও পাত্রের সাথে জড়িত রয়েছেন। দৈহিক বা শারীরিক ভাবে অন্য সৃষ্টির মত তিনি (স্রষ্টা) এগুলোর সাথে জড়িত নন। তাই কবি বলেছেন-

"وهى لا مكان كے مكين هوئے-
سر عرش تخت نشين هرئے-
وه نبى هين جنكے هين يه مقام -
وه خداهے جس كا مكان نهين"-

অর্থ ঃ- "তিনিই সে নবী (দঃ) যিনি লা-মাকানে (খোদার বিশেষ নিকটতন স্থান) আসীন হয়ে মহান আল্লাহ পাকের আরশে উপবিষ্ট হয়েছেন এবং তিনিই সে নবী (দঃ)- যাঁর এ মান ও মর্যাদা, কিন্তু মহান খোদা সে সত্ত্বা-যাঁর কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থান স্থল নেই"।

এক কথায় ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টার "হাজির-নাজির" এর মধ্যে পার্থক্য হবে এই, যে, তিনি (আল্লা ত'লা) স্বকীয় ভাবে বা স্ববলে "হাজির-নাজির" বা মউজুদ এবং সৃষ্টি (রাসূল পাক (দঃ)) হলেন আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে "হাজির-নাজির"। কাজেই উভয় "হাজির-নাজির"-এর মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব, শিরিক হয় কি ভাবে? দেওবন্দী মৌলভী রশীদ আহম্মদ গাঙ্গুহীও এ চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি তদ্বীয় গ্রন্থ "ফতুয়ায়ে রশীদিয়া" প্রথম খণ্ড "কিতাবুল বিদ্য়াত" এর একানব্বই

পৃষ্ঠায় বলেন- "রাসূলে পাক (দঃ) কে মিলাদ শরীফের মধ্যেও "হাজির-নাজির" জানা প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। তবে যদি আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে "হাজির-নাজির" মনে করা হয়, তাহ'লে শিরিক হবে না।" এ আলোচনা দেওবন্দিদের কিতাব "বারাহীনে কাতেয়া" ২৩ পৃষ্ঠায়ও বিদ্যমান। সুতরাং বুঝা যায় যে, মৌ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবও অখণ্ডনীয় ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, গায়রুল্লাহকে (রাসূলে পাক) (দঃ) সকল স্থানে "হাজির-নাজির" জানা শিরিক নয়।

২। প্রশ্নঃ পবিত্র কোরানে আল্লাহ পক এরশাদ করেন-

"وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ"- (اٰل عِمْرٰنَ)

"وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذا اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ"- (يوسف)

অর্থাৎ - "হে নবী (দঃ)! আপনি সে স্থলে তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না যখন তারা স্ব-স্ব কলমগুলি পানিতে (লটারী স্বরূপ) ফেলেছিল" এবং "যখন তারা (ইউছুফের (আঃ) ভাইয়েরা) স্বীয় কার্যে একমত হয়েছিল- তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না"।

অতএব, উপরোক্ত আয়াত দু'টি এবং অনুরূপ বহু আয়াত দৃষ্টে বুঝা যায় যে, অতীতে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তিনি (রাসূল পাক (দঃ) সে সব ঘটনা সম্পর্কেঅবহিত নন। কারণ তিনি সে স্থলে হাজির বা উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং প্রতিয়মান হয় যে, হুযুর (দঃ) সর্বস্থানে "হাজির নাজির" নন।

উত্তরঃ দ্বন্ধ সৃষ্টিকারী বা ভ্রান্ত আক্বিদা পোষনকারীরা "হাজির-নাজির"-এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অনবহিত হওয়ার কারনেই এসব নিরর্থক ভিত্তিহীন প্রশ্ন তুলে থাকে। আমরা জানি "হাজির-নাজির"-এর তিনটি অবস্থা আছে-

ক) একই স্থানে অবস্থান করে সমগ্র বিশ্ব জগত দেখা।

খ) প্রতি মুহূর্তে সমগ্র বিশ্ব জগত রূহানীভাবে পরিভ্রমণ করা।

গ) একই সময়ে স্বশরীরে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকা।

উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-হে নবী (দঃ)! আপনি যদিও এ পবিত্র শরীর নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তবুও আপনি ঐ সব ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। আর ঐ গুলোর প্রত্যক্ষদর্শীও বটে। এসব ঘটনা আপনি কোন বই পুস্তক পাঠ করে জানেননি। তবে হ্যাঁ, এ স্থলে হুযুর (দঃ)-এর শারীরিক গঠন নিয়ে উপস্থিত থাকাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ স্বশরীরে উপস্থিত থাকা এক কথা, আর ঘটনা প্রত্যক্ষ করা অন্য কথা। ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে স্বশরীরে উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। যেমন তাফছীরে ছাবিতে وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ (আপনি তুর পর্বতের নিকট উপস্থিত ছিলেন না।) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

وَهٰذَا بِالنَّظْرِ اِلَى الْعَالَمِ الْجِسْمَانِىِّ لِاِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَصْمِ وَاَمَّا بِالنَّظْرِ اِلَى الْعَالَمِ الرُّوْحَانِىِّ فَهُوَ حَاضِرٌ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُوْلٍ وَّمَا وَقَعَ مِنْ لَّدُنْ اٰدَمَ اِلٰى اَنْ ظَهَرَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيْفِ (تفسيرصاوى سورة قصص)

অর্থঃ- রাসূলে পাক (দঃ) হযরত মুসার (আঃ) যুগের ঘটনার সময় স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন না সত্য। রূহানী বা আত্মিক ভাবে তিনি সমস্ত রাসূলগণের রেসালত এবং আদম (আঃ) হতে হুযুর (দঃ)-এর শারীরিক ভাবে আত্ম প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সকল ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

হিযরতের দিন যখন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর সাথে হেরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর ওদিকে কাফেরেরা গুহার একেবারে সম্মুখে এসে পৌছে যায়- তখন তিনি ভীষন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হুযুর (দঃ) তাঁকে শান্তনার বাণী শুনিয়ে বললেন-

"لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا"

"হে আবু বকর! তুমি চিন্তিত হয়োনা, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন।" এখন প্রশ্ন হ'ল-এ আয়াত দ্বারা কি ইহাই বুঝা যায় যে, প্রভূ শুধু আমাদের সাথেই আছেন, কাফেরদের সাথে নেই?

তদ্রূপ ওহুদ যুদ্ধাবসানের পর হুযুর (দঃ) কাফের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললেন-

"اَللّٰهُ مَوْلٰنَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ"

অর্থাৎ- "আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের (কাফেরদের) কোন অভিভাবক নেই।" একথা দ্বারাও কি বুঝা যায় যে, আল্লাহর প্রভূত্ব শুধু মুসলমানদের উপর, কাফেরদের উপর কোন প্রভূত্ব নেই? না তা নয়। বরং এর অর্থ হবে যথাক্রমে "আল্লাহ দয়ালু এবং অনুগ্রহশীল হিসেবে আমাদের সাথে আছেন, আর কাফেরদের সাথে তার উল্টোভাবে। অর্থাৎ- তারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত।"

অতএব, বাক্য দু'টির মধ্যে যেভাবে সামাঞ্জস্যতা বজায় রাখা যায়, তদ্রুপ প্রশ্নোল্লেখিত আয়াত সম্পর্কেও বলা যায় যে, প্রকাশ্য উপাদানে গঠিত শরীর মোবারক নিয়ে হুযুর (দঃ) ঐ সময় তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না সত্য কিন্তু রূহানী নজর ও শরীর মোবারক নিয়ে হুযুর (দঃ) সর্বকালে ও সর্ব স্থানে সর্ব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং মহা প্রলয় দিবস কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন।

৩। **প্রশ্ন ঃ** একদা হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) মোনাফিক আব্দুল্লাহ বিন্ উবাই এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, সে (উবাই) মানুষের নিকট বলে।

"لَاتُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ"

"মুসলমানদের জন্য তোমরা কোন প্রকার ব্যয় করোনা।" ঘটনা শুনে আবদুল্লাহ বিন উবাই হুযুর (দঃ)-এর দরবারে এসে শপথ করে বল্‌ল যে, "হুযুর! আমি এমন কথা বলিনি।" তখন হুযুর (দঃ)-উবাই-এর কথাকেই বিশ্বাস করে তার পক্ষে রায় প্রদান করলেন। অথচ পরক্ষনে যখন প্রত্যাদেশ এসে আরকামের সত্যতাই প্রমান করল-তখন হুযুর (দঃ) তাকেই সত্যবাদী বলে আখ্যা দিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন উবাইকে আখ্যা দিলেন মোনাফেক বলে। হুযুর (দঃ) যদি "সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদর্শী" হতেন, তাহ'লে তিনি প্রথমে উবাইর কথাকে সত্য বলে মেনে নিলেন কি করে?

উত্তরঃ মোনাফেককুল সর্দার আবদুল্লাহ বিন্ উবাইর কথা বিশ্বাস করায় একথা অবধারিত হয়ে পড়েনা যে, হুযুর (দঃ) প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আমরা জানি-ইসলামী মোকদ্দমায় যখন কেউ কোন অভিযোগ পেশ করে, তখন সেখানে রায় প্রদানের জন্য দু'টি শর্ত পূরণ অপরিহার্য।

সে দু'টি হ'ল; হয়তো বাদী তার স্বপক্ষে (দু'জন) সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করবে, আর না হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার অসত্যতা প্রমাণ করবে। অতঃপর এ দু'য়ের উপর ভিত্তি করেই "কাযী" (বিচারক) রায় প্রদান করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও যদি সে প্রথমেই কাযীর দরবারে গিয়ে শপথ করে ঘটনার অসত্যতা প্রমাণ করে, সেক্ষেত্রে কাযী সাহেব প্রকৃত ঘটনা জানা সত্ত্বেও শপথকারীর বিরুদ্ধে মামলার রায় প্রদান করতে পারেন না।

উপরের ঘটনায় হযরত যায়েদ বিন্ আরকাম ছিলেন বাদী, তিনি উবাই-এর বিরুদ্ধে দরবারে রেসালতে মামলা দায়ের করেন। আর উবাই হুযুরের দরবারে গিয়ে সে অভিযোগ শপথের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে দেয়। অপর পক্ষে বাদী আরকামেরও কোন সাক্ষী ছিল না। কাজেই রাসূলে পাক (দঃ) শরীয়তের বিধানানুযায়ী মামলার রায় উবাই-এর পক্ষেই প্রদান করেন। কিন্তু পরক্ষনে যখন স্বয়ং "কোরানুল কারীম" তার সাক্ষী হয়ে গেল, তখন কোরানের সাক্ষীতে তার সত্যতা প্রমানিত হ'ল। হুযুর (দঃ) হচ্ছেন জাহেরী বিচারক।

কিয়ামত দিবসে যখন পূর্বযুগের কাফের সম্প্রদায় আম্বিয়া কেরামগনের একত্ববাদ প্রচারাভিযানকে অস্বীকার করে বলবে- "আমাদের নিকট কোন নবী রাসূলই আপনার একত্ববাদের কথা প্রচার করেননি," আর আম্বিয়া কেরাম নিজেদের প্রচারের সত্যতা দাবী করবেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন উম্মতে মোহাম্মদী (দঃ) থেকে সে নবীগনের সত্যতার সাক্ষী গ্রহণ করে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষনা করে দিবেন। এমনিভবে কাফের সম্প্রদায় আরো আরজ করবে-

"وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ" (আল্লাহর শপথ আমরা মুশরীক ছিলাম না।) তখন তাদের আমলনামা (প্রমান বহি) এবং ফেরেস্তা এমন-কি তাদের সব অংগ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য গ্রহণ করে আল্লাহ পাক তাঁদের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত রায় প্রদান করবেন যে, "তোমরা সবাই জাহান্নামী।" সুতরাং এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে ভ্রান্ত আক্বিদা পোষনকারীরা কি একথা বলার সৎ-সাহস রাখেন যে, প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে (কাফেরদের কৃতকার্য) আল্লাহরও অবগতি ছিল

না? (নাউযুবিল্লা)

আমরা বলব-সে সব ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু সাক্ষ্য গ্রহণ করা শুধু নিয়মতান্ত্রিকতা মাত্র। আর আল্লাহ পাক নিয়ম-শৃংখলার মধ্য দিয়েই সব কজের সুষ্ঠ সমাধা করে থাকেন।

দুশমনে রাসূল, নায়েবে শয়তান, বে-আদব দেওবন্দীরা কোন কোন সময় এমন গর্হিত উক্তিও করে থাকে যে, "রাসূলে পাক (দঃ) কি অপবিত্র স্থান এবং দোযখের মধ্যেও হাজির আছেন?" সেখানে যদি তিনি না থাকেন-তা'হলে "হাজির" এর পূর্ণ স্বার্থকতা হয় কোথায়?

আমরা সে ভ্রান্ত মতবাদীদের উত্তরে বলবো- সূর্য্যরশ্মি, চোখের দৃষ্টি এবং ফেরেস্তারাও সর্ব স্থানে বিরাজমান। কিন্তু তাই বলে কি সেগুলি অপবিত্র স্থানে পতিত হওয়ার কারনে অপবিত্র হয়ে যায়? না, কখনো তা হ'তে পারেনা। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঠিক তদ্রুপ রাসূলে পাক (দঃ) সর্ব স্থানে বিরাজমান কিন্তু কোনরূপ অপবিত্রতা, পাপ-পঙ্কিলতা বা দোষনীয় কিছু রাসূলে পাক (দঃ)-কে স্পর্শও করতে পারে না। যেমন- পারে না আল্লাহকে কলুষিত করতে।

এখন তাদের (প্রশ্নকারীর) নিকট প্রশ্ন হ'ল- তারা আল্লাহকে সেই সমস্ত স্থানে (অপবিত্র স্থান, দোজখ) "হাজির-নাজির" মানে কিনা? কারণ, তারা তো আল্লাহ পাককে সর্বস্থানে হাজির মনে করে। ইহাই তাদের আক্বিদা। যদি সে সমস্ত স্থানে আল্লাহকে হাজির-নাজির মানা হয়- তা'হলে আল্লার শানে কি বে আদবী হয় না? যাতে ঈমান নষ্ট হওয়ার সম্ভবনাই বেশী।

অতএব, ফলকথা হ'ল-সূর্য্যরশ্মি অপবিত্র স্থানে পড়লেও যখন অপবিত্র হয় না, তখন হাকিকতে মোহাম্মদী (দঃ) যাকে আল্লাহ্পাক نُوْرٌ مِنَ اللّٰهِ (আল্লাহ হ'তে নুর) বলে আখ্যায়িত করেছেন তার উপর এসব অপবিত্রতার প্রশ্ন কেন আসবে? তা আদৌ আসতে পারে না।

৪। **প্রশ্নঃ** বায়হাকী শরীফে আছে-

"مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهٗ"

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আমার রওযার পার্শ্বে দাড়িয়ে আমার উপর দরূদ পাঠ করে, আমি স্বয়ং তা শ্রবণ করি এবং যে ব্যক্তি দুর হতে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।" এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, দুরের আওয়াজ হুযুর (দঃ) পর্যন্ত পৌছে না। অর্থাৎ তিনি শোনেন না। কাজেই বুঝা- যায় হুযুর (দঃ) "হাজির-নাজির" নন। যদি তাই না হতো-তবে হাদীস শরীফে পৌছানোর কথা বলার স্বার্থকতা কিসে?

উত্তরঃ ভ্রান্ত আক্বিদা পোষনকারীরা বলে থাকে যে, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, হুযুর (দঃ) দূরবর্ত্তী স্থানের দরূদ শুনতে পাননা। উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, হুযুর (দঃ) বলেন- "আমি নিকট- বর্তীদের দুরূদ নিজেই শুনতে পাই, কিন্তু দূরবর্ত্তীদের দরূদ শুধু আমি নিজেই শুনিনা; বরং আমার নিকট পৌছানোও হয়"। "পৌছানো হয়" বললে, এ কথা বুঝা যায় না যে, তিনি তা শুনেন না। যদি তাই না হয়, তবে ফেরেস্তারাও তো আল্লাহর দরবারে মানুষের কৃত কর্মের (খাতা) হিসেব পেশ করে থাকেন। তখন কি এ কথা বলা যাবে যে, আল্লাহ্ পাক বান্দার এ সমস্ত আমালের খবর রাখেননি বিধায় ফেরেস্তারা তা তাঁর দরবারে পেশ করবে? তা নয়; বরং আল্লাহ্ জানেন। তবুও বান্দা যাতে অস্বীকার করতে না পারে, তজ্জন্যে এ ব্যবস্থা করেছেন। তদ্রুপ দুরূদ শরীফ পৌছানোর মধ্যে রয়েছে মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি। অন্য হাদীসে আছে

اَنَا اَسْمَعُ صَلٰوتَكُمْ عَلَيَّ بِلَا وَاسِطَةٍ -

অর্থাৎ "আমি ফিরিস্তাদের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তোমাদের সালাম শুনে থাকি (জালাউল আফ্হাম- কৃত ইবনে কাইয়েম)।

বিঃদ্রঃ ১৯৮৪ ইং প্রকাশিত রাহমাতুল্লিল আলামীন হতে সংগৃহীত

ঈদে মিলাদুন্নবীর ছোট শ্লোগান

না'রায়ে তাকবীর-	আল্লাহু আকবার।
না'রায়ে রিসালাত-	ইয়া রাসুলাল্লাহ্।
আজকে নবীর জন্মদিন-	ঘরে ঘরে মিলাদ দিন।
নূর নবীজীর আলো-	ঘরে ঘরে জ্বালো।
মিলাদুন্নবীর আলো-	ঘরে ঘরে জ্বালো।
কোরআন সুন্নাহর আলো-	ঘরে ঘরে জালো।
মিলাদুন্নবী কায়েম কর-	সিরাতুন্নবী বন্ধ কর।
এক হও লড়াই কর-	সুন্নিয়ত কায়েম কর।

"খোদা প্রদত্ত ইল্‌মে গায়েব"

-মাওলানা মোহাম্মদ আলী আকবর

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর পরিচয় প্রদান করার জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসুলগণকে বিশেষ বিশেষ গুণাবলী দ্বারা এ জগতে প্রেরণ করেছেন। এর মধ্যে (এলমে গায়েব) বা অদৃশ্য জ্ঞান অন্যতম। প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর (দঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট হল তাঁর 'এলমে গায়েব' বা অদৃশ্য জ্ঞান। নিঃসন্দেহে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা "রেছালাতে ঈমান" রাখার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমানে ইসলামী আবরনে আত্মঃ প্রকাশিত ওহাবী, তবলীগী ও মওদুদী ইত্যাদি ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারীগণ হুযুর (দঃ) এর 'এলমে গায়েব' কে অস্বীকার করে এবং নানাহ্ ধরনের অশোভনীয় মন্তব্য ও ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে উপমহাদেশ তথা বিশ্বের সরল ধর্মপ্রাণ ছুন্নী মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদাকে বিনষ্ট করার মত ঘৃণ্যতম কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। অথচ পবিত্র কোরআন, রসুলের (দঃ) হাদিস এবং ওলামায়ে কেরামের অখন্ডনীয় অভিমত হুযুর (দঃ)-এর 'এলমে গায়েব' বা অদৃশ্য জ্ঞানের স্বীকৃতির প্রমান বহন করে আসছে।

'এলমে গায়েব' সম্পর্কে আলোচনা

'গায়েব' হল সে অদৃশ্য বিষয়াদি যেগুলো চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণ অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না এবং কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেও জ্ঞানানুভুতির আওতায় আসে না। যেমন- বাংলাদেশের মানুষের জন্য ইতালী শহর গায়েব নয়, কেননা, স্বচক্ষে পরিবদর্শন কিংবা শ্রবণ দ্বারা বলা যায় যে, ইতালী একটা শহর। ঠিক এমনি ভাবে মানুষের আহার্য্য বস্তুর স্বাদ ও গন্ধ ইত্যাদিও গায়েব নয়। যেহেতু এগুলো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে জ্বীন, ফেরেশতা, বেহেস্ত, দোজখ এগুলো আমাদের জন্য গায়েবের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, এগুলো পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

'এলমে গায়েবের' প্রকার ভেদ

গায়েব দু'প্রকার ঃ প্রথমতঃ সে সব অদৃশ্য বস্তু যেগুলো সম্পর্কে দলীল দ্বারা অবগতি লাভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ সে সব অদৃশ্য বস্ত যেগুলো সম্পর্কে দলীল দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমোক্ত গায়েবের উদাহরণ হরো- জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা ও গুণাবলী। দ্বিতীয়োক্ত গায়েব হলো- কিয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞান, মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান না কন্যা সন্তান, সন্তানটি চরিত্রবান না চরিত্রহীন হবে- ইত্যাদি। এসব বিষয়ে দলীল বা প্রমাণ দ্বারাও অবগতি অর্জন করা সম্ভব নয়। এ দ্বিতীয় প্রকারের গায়েবকে আল্লাহ "মাফাতিহুল গায়েব" বা অদৃশ্য জ্ঞান ভান্ডার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কোরআন ও হাদিসে রাসুল (দঃ)-এর 'এলমে গায়েবের' প্রমাণ

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এররশাদ করেছেন-

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ -

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালার শান এ নয় যে, তোমাদের (সর্বসাধারণ)-কে অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত করাবেন। কিন্তু তাঁর রাসুলগণের মধ্য হতে যাকে মনোনীত করেন তাঁকে দান করেন।

প্রখ্যাত মুফাচ্ছিরগণ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, সকল নবী ও রাসুলের মধ্যে মহান আল্লাহর নিকট সর্বোৎকৃষ্ট রাসুল হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। সুতরাং উক্ত আয়াতে হুযুর পাক (দঃ)-এর 'এলমে গায়েব' প্রদান করার কথাই বুঝান হয়েছে।

কালামে পাকের অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ -

অর্থাৎ- মহান আলিমুল গায়েব, তিনি তাঁর খাস গায়েব বিষয়াদি কাকেও অবগত করান না। তবে সে বিশেষত্ব পুর্ণ রাসুলকে (তার অদৃশ্য জ্ঞান দান করেন) যাকে তিনি প্রিয়রুপে গ্রহণ করে নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাঁর প্রিয়তম রসূল।

উল্লেখ্য যে 'রং' চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, গন্ধ নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করা যায়, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ এবং কর্ণ দ্বারা আওয়াজ শ্রবন করা সম্ভব হয়। সুতরাং 'রং জিহ্বা ও কানের জন্য গায়েব। এমনিভাবে গন্ধ চক্ষুর জন্য গায়েব। যদি আল্লাহর কোন বান্দাহ্ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন বস্তুকে তার নিজ আকৃতিতে খোদা প্রদত্ত দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পান তবে তাও 'এলমে গায়েবের' শামিল। যেমন রোজ কেয়ামতে মানুষ তার কার্যাদি বিভিন্ন আকৃতিতে দেখতে পাবে। এ গুলো যদি কেউ এ জগতে দেখতে পান তবে তাও নিঃসন্দেহে 'এলমে গায়েব'। অনুরূপভাবে যা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত না থাকে, বা অন্ধকার হওয়ার কারণে দৃষ্টিগোচর না হয়- তাও 'এলমে গায়েবের' শামিল। যেমন হুযুর (দঃ) ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে এমন বস্তু স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) পারস্যের নাহাওয়ান্দে হযরত ছারিয়া (রাঃ) কে সুদুর মদিনা পাক থেকে দেখেছিলেন এবং তথা পর্যন্ত স্বীয় আহ্বান পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে যদি কেউ আরবে বসে জাপানে কিংবা অন্য কোন দূরবর্তী অঞ্চলকে তাঁর হাতের তালুর মত দেখতে পান তবে তাও গায়েব রূপে গণ্য হতে পারে।

পক্ষান্তরে যদি যন্ত্র দ্বারা কোন অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়, তা 'এলমে গায়েব' নহে। যেমন যন্ত্র দ্বারা মাতৃগর্ভের সন্তান সম্পর্কে অবগত হওয়া কিংবা রেডিও দ্বারা দূরবর্তী স্থান থেকে আওয়াজ শ্রুত হওয়া, তাকে গায়েব বলা যায় না।

হাদিস শরীফে হুযুর (দঃ)-এর গায়েবের প্রমাণ

১। ফারুকে আ'যম হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَالِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَ مَنْ نَسِيَهُ -

অর্থাৎ- প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর (দঃ) একদা আমাদের জামায়াতে দন্ডায়মান হন, অতঃপর সৃষ্টির প্রথম থেকে বেহেস্তবাসীগণের গন্তব্যস্থল ও দোজখবাসীগণের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সমস্ত বস্তুর বর্ণনা দিলেন। হুযুর (দঃ)-এর সমস্ত বর্ণনা কেউ কেউ স্মরণ রাখতে পেরেছেন এবং কেউ কেউ তা ভুলে গিয়েছেন (বোখারী)।

উল্লেখিত হাদিসে রাসুলে পাক (দঃ) দু'ধরনের ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন। প্রথমতঃ সৃষ্টির প্রারম্ভ কিভাবে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির সমাপ্তি কিভাবে হবে। অর্থাৎ- সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে কিয়ামত ও বেহেস্ত-দোজখ পর্যন্ত প্রতিটি 'কণা' বা বিন্দু পর্যন্ত বর্ণনাও হুযুর করীম (দঃ) দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আমর ইবনে আখতাব থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর বর্দ্ধিতাংশ হচ্ছে-

فَاَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا -

অর্থাৎ- তিনি (দঃ) আমাদেরকে সে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, যে সমস্ত ঘটনা কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে। সুতরাং আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী- যিনি সে সব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। (মিশকাত শরীফ, বাবুল মো'জেযাত)

২। হোযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا حَدَّثَ بِهٖ حَفِظَهٗ مَنْ حَفِظَهٗ وَنَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ -

অর্থাৎ- এ স্থলে হুযুর (দঃ) -এর বর্ণনায় কিয়ামত পর্যন্ত কোন কিছু বাদ পড়েনি। যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা সব স্মরণ করে রেখেছেন, আর অনেকে তা ভুলে গিয়েছেন। (বোখারী ও মেশকাত, বাবুল ফেতান)

৩। হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

"اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَاَيْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا"

অর্থাৎ- মহান আল্লাহ আমার সম্মুখে গোটা পৃথিবীকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন, অতঃপর আমি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত

"مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلٰى اَنْ تَنْقَضِىَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مِنْ ثَلٰثِ مِائَةٍ فَصَاعِدًا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ اَبِيْهِ وَاسْمِ قَبِيْلَتِهِ"

অনুবাদ ঃ প্রিয়নবী হুযুর (দঃ) পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কোন ফিতনা পরিচালনাকারীর কথা বাদ দেননি; যাদের সংখ্যা তিন শতাধিক হবে। এমনকি- তাদের পিতার নাম এবং তাদের গোত্রের নাম সহকারে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ, মেশকাত, বাবুল ফিতনা)

৮। হযরত ওম্মে ফজল (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

"قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِدُ فَاطِمَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غُلَامًا يَكُوْنُ فِىْ حِجْرِكِ- فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ فَكَانَ فِىْ حِجْرِىْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

অর্থাৎ- হযরত উম্মুল ফযল হতে বর্ণিত- হুযুর (দঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ চাহেত হযরত ফাতিমার (রাঃ) ঘরে এমন এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যে তোমার ক্রোড়ে লালিত পালিত হবে। অতঃপর হযরত ফাতিমার গর্ভে হযরত হোসাইন (রাঃ) ভূমিষ্ট হলেন এবং তিনি আমার ক্রোড়েই লালিত পালিত হলেন- যে ভাবে হুযুর (দঃ) এরশাদ করেছিলেন। (মেশকাত শরীফ)

৯। হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ- وَاَمَّا الْاٰخَرُ

থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত স্বচক্ষে সব অবলোকন করেছি এবং করতেছি। (মুসলিম ও মিশকাত)

৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে-

اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اَسْمَاءَ هُمْ وَاَسْمَاءَ اٰبَاءِ هِمْ وَاَلْوَانِ خَيْلٍ لَّهُمْ-

অর্থাৎ- হুযুর (দঃ) এরশাদ করেছেন যে, দাজ্জালের সাথে জেহাদ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারীদের নাম ও তাদের পিতার নাম এবং তাদের ঘোড়ার রং পর্যন্ত আমার জানা আছে। এগুলো হলো ভূ-পৃষ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট যানবাহন।

৫। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

رَاَيْتُ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ هَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

অনুবাদ ঃ হুযুর (দঃ) বলেন ঃ আমি আমার প্রতিপালককে সুন্দরতম সূরতে (সিফতে) দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ নিজ কুদরতের হাত আমার কাধের উপর রাখলেন- যার শিথিলতা আমি স্বীয় অন্তঃস্থলে অনুভব করতে পেরেছি। অতঃপর আমি আসমান এবং জমিনের সমস্ত বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছি। (মেশকাত শরীফ, বাবুল মাছাজেদ)

৬। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-

"لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ اِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا"

অর্থাৎ- হুযুর (দঃ) নিশ্চয়ই আমাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছেন যে, একটা পাখি তার পাখা নাড়ার কথা পর্যন্ত তাঁর (দঃ) শিক্ষা থেকে বাদ পড়েনি। (মছনদে ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল (রাঃ))

৭। হযরত হোযোয়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

فَكَانَ يَمْشِىْ بِا النَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رُطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً وَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا -

অর্থাৎ- একদা হুযুর পাক (দঃ) দুটো কবরের পার্শ্বে দিয়ে গমন করছিলেন- তখন কবর দু'টোতে আযাব হচ্ছিল। তিনি (দঃ) এরশাদ করেন- এ দু' কবরবাসীকে কোন কষ্টসাধ্য কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। বরং তাদের একজন প্রস্রাবে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখুরী করে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি করত। অতঃপর খেজুরের একটা কাঁচা শাখা নিয়ে তা দু'ভাগ করলেন এবং প্রতিটি অংশ কবর দু'টিতে পুতিয়ে দিয়ে এরশাদ করলেন- ঐ ডাল দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি কম হবে বলে আশা করা যায়। (বোখারী, বাবু এছবাতে আযাবিল কবর)

১০। তফসীরে খাজেনে "لَاتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ" আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে- قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا اُمُوْرًا عَظِيْمًا ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ اَحَبَّ اَنْ يَّسْاَلَ عَنْ شَيْئٍ فَلْيَسْاَلْ عَنْهُ فَوَ اللّٰهِ لَا تَسْئَلُوْا نِىْ عَنْ شَيْئٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَيْنَ مَدْخَلِىْ قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةَ ثُمَّ كَثُرَ اَنْ يَّقُوْلَ سَلُوْنِىْ سَلُوْنِىْ -

অথাৎ- একদা হুযুর (দঃ) মিম্বরে দন্ডায়মান হন। অতঃপর কিয়ামত সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে ভবিষ্যতে বহু ভয়ানক ঘটণাবলীর অবতারনা ঘটবে। তারপর হুযুর (দঃ) এরশাদ করলেন- যার যা খুশী জিজ্ঞাসা কর। আল্লার কছম, আমি যতক্ষণ এ স্থানে অবস্থান করব, তোমরা যে প্রসঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করো না কেন- আমি অবশ্যই তদ্‌সম্পর্কে উত্তর প্রদান করব। এতমতাবস্থায় একব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন- পরকালে আমার ঠিকানা কোথায়? তিনি (দঃ) এরশাদ করলেন- জাহান্নামে। আব্দুল্লাহ বিন হোযাফা দন্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কে? এরশাদ করলেন, 'হোযাফা'। অতঃপর হুযুর (দঃ) এরশাদ করলেন- জিজ্ঞাস কর, জিজ্ঞাস কর। (বোখারী শরীফ, কিতাবুল এ'তেছাম বিল কিতাব ওয়াচ্ছুন্নাহ)

এখানে উল্লেখ্য যে 'জাহান্নামী' কিংবা 'জান্নাতী' হওয়া উলমে খামছা বা পঞ্চজ্ঞানেরই অন্যতম। অর্থাৎ- সৌভাগ্যবান কিংবা হতভাগা হওয়া। এমনিভাবে কে কার পুত্র এমন একটা বিষয় শুধু তার গর্ভধারিনী মাতা ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ জানে না। এমন বিষয়ও হুযুর (দঃ) জানেন।

১১। তফসীরে খাজেন চতুর্থ পারায়- "مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ"

আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এরশাদ করেন যে, আমার সমস্ত উম্মতকে তাদের মৃত্তিকা সঞ্চীত দৈহিক আকৃতি সহকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল, যেমনি বর্ণনা করা হয়েছিল হযরত আদম (আঃ) এর সম্মুখে। আমার উপর কে ঈমান আনবে এবং কে কুফুরি করবে, তাও আমাকে অবগত করান হয়েছে। হুযুর (দঃ)-এর ঐ খবর যখন মোনাফিকদের নিকট পৌঁছল, তখন তারা ঠাট্টার ছলে বলতে লাগল, তিনি একদিকে বলতেছেন যে, জন্মের পূর্বেই কাফির ও মোমেন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, অথচ আমরা তারই সাথে রয়েছি, আর তিনি আমাদেরকে চিন্‌তে পারছেন না। তাদের এ মন্তব্য শুনে হুযুর (দঃ) মিম্বরের উপর দন্ডায়মান হলেন এবং প্রারম্ভে মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর এরশাদ করলেন- সাধারণের একি অবস্থা, যে তারা আমার সম্পর্কে কটুক্তি করছে? এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা যে কোন কিছু সম্পর্কে জানতে চাইবে- আমি তদসম্পর্কেই তোমাদেরকে অবগত করবো।

উল্লেখিত বর্ণনায় দু'টি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ হুযুর (দঃ)-এর এলমে গায়েব সম্পর্কে কটূক্তি করা মোনাফিকদের স্বভাব। **দ্বিতীয়তঃ** কিয়ামত পর্যন্ত ঘটনা হুযুর (দঃ)-এর জানা আছে।

উল্লেখিত দলিলাদি প্রমাণ বহন করছে যে- গোটা সৃষ্টি জগত হুযুর (দঃ)-এর নিকট হস্ত তালুর বস্তুর ন্যায় সুস্পষ্ট। এখন সৃষ্টি জগতঃ আলমে আজ্‌সাম, আলমে মালাইকাহ, আরশ, ফরশ-মোদ্দাকথায় সমস্ত বস্তুর উপরেই হুযুর (দঃ)-এর দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। তা ছাড়া লওহ মাহফুজও সৃষ্টি জগতের অন্তর্ভূক্ত- যাতে সমস্ত সৃষ্টির অবস্থাদির বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিভাত হচ্ছে যে, পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন।

তৃতীয়তঃ অন্ধকার রাত্রি সমূহে একাকী অবস্থায় যা ঘটে তা বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর দৃষ্টি থেকে অগোচরে নয়।

চতুর্থতঃ কার কখন মৃত্যু হবে, কে ঈমানদার আর কে কাফির, মাতৃগর্ভে কি সন্তান জন্ম নিয়েছে- তাও হুযুর (দঃ)-এর অবগতির অতীত নয় এবং তাতে সন্দেহের কোন প্রকার অবকাশ নেই।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ- মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদীদের কুমন্ত্রনা ও প্রতারনা থেকে মুক্তি প্রদান করে সঠিক ঈমান ও আক্বীদার উপর পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দেন। আমিন! ছুম্মা-আমিন!! *(রাহমাতুল্লিল আলামীন '৮৪ইং হতে)*

মাওলানা আকবর আলী রেজভীর উপর ওহাবীদের হামলার তীব্র প্রতিবাদ

প্রখ্যাত ওয়ায়েজ মাওলানা আকবর আলী রেজভীর উপর ওহাবীদের ঘৃণ্য হামলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল এবং দুষ্কৃতকারী দায়ী ওহাবীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক সংবাদদাতা জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ ১৫/৪/০৩ তারিখ ইত্তেফাক পৃষ্ঠা ১১ ও ১২-তে লিখেছেন- শুক্রবার রাত্রে ২৮ চৈত্র জগন্নাথপুর থানার আসার কান্দি ইউনিয়নের পূর্ব তিলক গ্রামের মাঠে এক ইসলামী জলসা চলাকালে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নেত্রকোনার গাজী আকবর আলী রিজভী সুন্নী আল-ক্বাদেরী ছুরিকাহত হয়েছেন। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেটে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। রাত সাড়ে দশটায় সম্মেলন চলাকালে ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে বিদ্যুৎ চলে যায়। এ সময় অন্ধকারের মধ্যে কে বা কারা তাকে পিছন দিক থেকে ছুরিরকাঘাত করে"।

মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল বলেন- শতায়ু বর্ষিয়ান এই আলেমের উপর অতর্কিত হামলা ও ছুরিকাঘাত করা মানে সমগ্র সুন্নী জনতার উপর হামলা করা। তাই সুন্নী জনগণকে তিনি সতর্ক করে বলেন- এখন আর বিচ্ছিন্ন থাকার সময় নেই। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসী বাতিল পন্থীদের বিরূদ্ধে এখনই ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

সুন্নী বার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

১। দেশী এজেন্সী নুন্যতম ২০ কপি- ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ।

২। বিদেশী এজেন্সী নূন্যতম ১৫ কপি- ৩০% কমিশন। মানি অর্ডার ডাকযোগে অথবা ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন।

৩। দেশী গ্রাহক সংখ্যা রেজেষ্ট্রি ডাকযোগে বার্ষিক ১৭০/- টাকা এবং বিদেশী গ্রাহক বার্ষিক US ডলার ২৪.০০ মাত্র। ষান্মাসিক যথাক্রমে ৮৫/- টাকা ও US ডলার ১২.০০ মাত্র।

৪। গ্রাহক সাধারণ ডাক বার্ষিক ১৩০/- টাকা, ষন্মাসিক ৭০/- টাকা।

৫। গ্রাহকগণকে অগ্রীম টাকা পাঠাতে হবে।

৬। নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জিলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে সুন্নীবার্তার পাঠক, গ্রাহক, দেশী বিদেশী এজেন্সী ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ব্যাংক একাউন্ট (বিদেশীদের বেলায়)

হাফেজ মোঃ আবদুল জলিল
হিসাব নং সঞ্চয়ী- ২৫৯৩
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
তাজমহল রোড শাখা, মোহাম্মদ পুর, ঢাক- ১২০৭।

টাকা পাঠানোর ঠিকানা

অধ্যক্ষ হাফেজ মোঃ আব্দুল জলিল
১/১২, তাজমহল রোড, (২য় তলা)
মোহাম্মদ পুর ঢাকা- ১২০৭।

মিলাদুন্নবীর খুশীতে দাসী আযাদ করায় কাফের আবু লাহাবের কবরের শাস্তি লাঘব

আবু লাহাব ছিল কাফের এবং মস্তবড় বেয়াদব। রাসুলে পাক (দঃ)-এর আপন চাচা হয়েও সে এবং তার স্ত্রী নবীজীর সাথে চরম শত্রুতা ও বেয়াদবী মূলক আচরন করতো। নবীজী যেখানে ইসলামের বাণী শুনাতেন সেখানেই আবু লাহাব গিয়ে ভাতিজার বদনাম করতো। তার স্ত্রী উম্মে জামিল পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। সে জন্য আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিরূদ্ধে সূরা লাহাব নাযিল করে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির ঘোষনা দেন। এমন একজন কট্টর কাফের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সংবাদ দাসী ছোয়াইবার মুখে শুনে খুশী হয়ে দাসীকে আযাদ করে দিয়েছিল। সে জানতোনা যে, তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন। শুধু ভাতিজা হিসাবে জন্মোৎসবের স্মারক স্বরূপ আপন দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছিলো। তার এই খুশীর বিনিময় আল্লাহপাক দান করেছেন সপ্তাহে একদিন কবর আযাব লাঘব করে দিয়ে। আবু লাহাব বদরের যুদ্ধের সাতদিন পর প্লেগরোগে পঁচে গলে মারা যায়। তাকে কাঠের লাঠি দিয়ে নিয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়। (বেদায়া নেহায়া)। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বয়স ৫৫ বৎসর। তিনি তখন মদিনাতে। আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বৎসর পর তাঁর ছোট ভাই হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হু তাকে স্বপ্নে দেখে কবরের অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। আবু লাহাব উত্তরে বলেছিল আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে কবরে আযাব ভোগ করছি। কিন্তু প্রতি সোমবারে আমার কবর আযাব লাঘব করা হয় এভাবে- যে আঙ্গুলের ইশারায় আমি দাসী ছোয়াইবাকে আযাদ করেছিলাম সে আঙ্গুল হতে কিছু রস বের হয়। তা পান করে পিপাসা নিবারন করি।

হযরত আববাস (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে হুযুর করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু ওয়ালাইহি ওয়া সাল্লাম সমর্থন করে এরশাদ করলেন- আমিও তার এ অবস্থা সম্পর্কে জানি। হুযুর (দঃ)-এর সমর্থনের কারনে ইমাম বুখারী এই হাদীস খানা বুখারী শরীফে গ্রহন করেছেন। হাদীসখানা নিম্নরূপ-

قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةُ كَانَتْ مَوْلَاةً لِأَبِيْ لَهَبٍ وَكَانَ أَبُوْلَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ هِيْئَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيْتَ قَالَ أَبُوْلَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّيْ سُقِيْتُ فِيْ هٰذِهِ بِعَتَاقَتِيْ ثُوَيْبَةَ- (بُخَارِىْ بَابُ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ)

অর্থঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহ আনহার বোন হযরত আসমা (রাঃ)-এর ছেলে হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলেনঃ ছোয়াইবা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছিল। (তার মুখে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেলাদাত শরীফের সংবাদ শুনে আবু লাহাব তাকে আযাদ করে দিয়েছিল)। ছোয়াইবা নবীজীকে দুধ পান করিয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে যখন আবু লাহাব মৃত্যু বরন করে- তখন তার কোন আপনজন (হযরত আববাস) তাকে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- মৃত্যুর পর তোমার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? তুমি কিসের সম্মুখীন হয়েছো? আবু লাহাব জওয়াবে বললো- তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে কোন শান্তি পাইনি। তবে হ্যাঁ, ছোয়াইবাকে খুশীতে মুক্ত করে দেয়ার কারনে শরবত দ্বারা কিঞ্চিত পরিতৃপ্ত হই। (বুখারী শরীফ রেযায়ী মা অধ্যায়)

বুখারী শরীফের বিখ্যাত শরাহ কতহুলবারীতে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ) আল্লামা আবুল কাছেম সোহায়লীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন- হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন- আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বৎসর পর আমি আবু লাহাবকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার অবস্থা কেমন? উত্তরে আবু লাহাব আমাকে বললো খুবই খারাপ অবস্থায় আছি। তবে প্রত্যেক সোমবার আমার আযাব কিঞ্চিত হালকা হয়। হযরত আববাছ (রাঃ) বলেন- এটা এজন্যে যে, নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার দিবসে জন্ম গ্রহন করেছিলেন এবং ছোয়াইবা দাসী আপন মুনিব আবু লাহাবকে এই

বাকী অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাপঞ্জী

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

১। আল্লাহর জাতী নূরের জ্যোতি বা প্রবাহ হতে নবীজীর নূর পয়দা। তিনিই সর্ব প্রথম সৃষ্টি এবং সমগ্র সৃষ্টি জগত তিনির নূরের জ্যোতি হতে পয়দা। তখন তিনি লামাকানে পরিভ্রমনরত ছিলেন।

২। চতুর্থ আকাশে তারকারূপে বিরাজমান একহাজার আট কোটি বৎসর।

৩। হযরত আদম আলাইহিস সালাম সৃষ্টির পর তাঁর পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তর এবং বেহেস্তে অবস্থান। এই নূরে মোহাম্মদী (দঃ)-এর কারনেই ফিরিস্তারা হযরত আদম (আঃ) কে তাযিমী সিজদা করেছিলেন।

৪। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে দুনিয়াতে অবতরন। বংশ পরম্পরায় নূরে মোহাম্মদী (দঃ) হযরত শীষ, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামের পৃষ্ঠদেশ এবং মোমেন নরনারীগণের পৃষ্ঠ ও রেহেমের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে মানব সূরতে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ও হযরত বিবি আমেনা (রাঃ)-এর মাধ্যমে দুনিয়াতে পদার্পন।

৫। মাতৃগর্ভে তশরীফ আনয়ন করার দুই মাসের মধ্যে মদিনাতে পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) এর ইনতিকাল।

৬। ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সোবহে সাদেকের সময় ধরাধামে তশরীফ আনয়ন। সেদিন আকাশের লক্ষ কোটি ফিরিস্তারা আকাশ থেকে ধরাধামে জশ্নে জুলুছ করে আগমন করেছিলেন এবং জান্নাতের হাযিরাতুল কুদ্সিয়া হতে বিবি মরিয়ম ও বিবি আছিয়ার নেতৃত্বে জান্নাতের হুরবালাদের বিবি আমেনা (রাঃ)-এর গৃহে আগমন। পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম, খানায়ে কাবা ও বায়তুল মোকাদ্দাসে নূরের পতাকা উত্তোলন এবং আকাশের তারকামণ্ডলী দিয়ে পৃথিবীর শোভাবর্দ্ধন।

৭। পবিত্র বেলাদাত শরীফের পর ১৭ দিন পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ পান।

৮। ১৭ দিন বয়সে তায়েফের হযরত বিবি হালিমার ঘরে লালন পালন।

৯। পূর্ণ দুই বৎসর দুধপান শেষে প্রথম কালাম ছিল "আল্লাহু আকবার কাবীরা, ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি কাছিরা ওয়া সুবহা নাল্লাহি বুক্রাতাও ওয়া আসীলা"।

১০। ৪ বৎসর বয়সে মাতৃকোলে প্রত্যাবর্তন।

১১। ৬ বৎসর বয়সে মায়ের সাথে মদিনায় মাতুলালয় গমন এবং পিতার কবর যিয়ারত।

১২। ১ মাস পর মককায় ফিরতি পথে মা আমেনা (রাঃ)-এর ইনতিকাল এবং আবওয়া নামক স্থানে দাফন।

১৩। উম্মে আয়মন নাম্মী পিতার কৃতদাসীর সাথে মককায় প্রত্যাবর্তন এবং দাদা আবদুল মোত্তালিবের স্নেহে লালন পালন।

১৪। ৮ বৎসর বয়সে দাদার ইনতিকাল এবং চাচা আবদুল মোতালিব-এর প্রতিপালনে ন্যাস্ত।

১৫। চাচী ফাতেমা বিন্তে আছাদ-এর আপত্য স্নেহে লালন পালন।

১৬। ১৩-১৪ বৎসর বয়সে চাচার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন।

১৭। পথিমধ্যে বোহায়রা পাদ্রীর দর্শন এবং বোহায়রার ভবিষ্যৎ বাণী "তিনিই শেষ নবী" হবেন।

১৮। পথিমধ্য হতেই চাচা আবু তালেবের মককায় প্রত্যাবর্তন।

১৯। ১৫-১৬ বৎসর বয়সেই মককার ফযল, ফোযায়ল প্রমূখ যুবকদের সংগঠিত করে যুদ্ধ বিরোধী সংগঠন "হিলফুল ফুযুল" প্রতিষ্ঠা এবং মানব সেবায় আত্মনিয়োগ।

২০। পরিনত বয়সে ব্যবসা বাণিজ্যে এবং মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ এবং আল আমীন খেতাবে ভূষিত।

২২। ব্যবসায়িক সততা ও মানবসেবায় মুগ্ধ হয়ে হযরত বিবি খাদিজা (রাঃ) নিজ ব্যবসার দায়িত্ব হুযুর (দঃ)-এর হাতে অপর্ন।

২২। ব্যবসা পরিচালনা কালে তপ্ত মরুভূমিতে মেঘমালার ছায়াদান দর্শনে বিধবা বিবি খাদিজা (রাঃ)-র অনুরাগ সৃষ্টি এবং বিবাহের প্রস্তাব।

২৩। ২৫ বৎসর বয়সে চাচাদের মাধ্যমে ৪০ বৎসর বয়সী হযরত খাদিজা (রাঃ)- এর সাথে শুভ পরিনয়। আল আমীন (দঃ) ও তাহেরা নামে প্রসিদ্ধ বিবি খাদিজার (রাঃ)

সাংসারিক জীবন খুবই মধুময় হয়ে উঠে।
২৪। ১৫ বৎসর দাম্পত্য জীবনে চার সাহেবজাদা ও চার সাহেবজাদীর জন্ম।
২৫। ৪০ বৎসর ৬মাস বয়সে গারে হেরায় ধ্যানরত অবস্থায় ২৭শে রমজান সোমবার রাত্রে প্রথম ওহী নাযিল এবং নবুয়ত প্রকাশ ও অভিষেক অনুষ্ঠান। তখন থেকেই ঈমান শুরু।
২৬। হযরত বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহন এবং প্রিয় স্বামীকে নবী হিসাবে বরন। তখন তাঁর বয়স ৫৫ বৎসর।
২৭। তিনবৎসর পর্যন্ত ওহী বন্ধ। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আলী, হযরত যায়েদ বিন হারেছা, হযরত বেলাল, উম্মুল ফজল আতিকা, বিবি শেফা, হযরত আছমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আন্হুমগণের ইসলাম গ্রহণ।
২৮। তিন বৎসর পর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল "ওয়া আন্যির আশিরাতাকাল আক্বরাবীন"।
২৯। ধীরে ধীরে মুসলমানের সংখ্যা ৩৯-এ উন্নীত। এসময় কোরায়েশদের অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু।
৩০। বুধবার বিকাল হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এবং পরদিন বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম প্রহরেই হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং প্রকাশ্যে খানায়ে কাবায় নামায আদায়। হযরত ওমর (রাঃ) কে নিয়ে চল্লিশা পূরন।
৩১। মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি এবং শত্রুদের উৎপীড়নের মাত্রাও বৃদ্ধি।
৩২। নবূয়তের ৫ম সালে হযরত ওসমান (রাঃ) সহ আরো অনেকের আবিসিনিয়ায় হিজরত।
৩৩। নবুয়তের সপ্তম সালে নবী পরিবারের সাথে কোরেশদের বয়কট ঘোষণা এবং তিন বৎসর পর্যন্ত শিয়াবে আবি তালেব নামক পাহাড়ের পাদদেশে নবীজীর সপরিবারের আশয় গ্রহণ।
৩৪। অমানুষিক অত্যাচারের তিন বৎসর পর নবীজীর ইলমে গায়েব প্রকাশ এবং বয়কট প্রত্যাহার ও নবীজীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। সিলগালা মারা চুক্তি উই পোকায় ধ্বংস করার গোপন সংবাদ নবীজী কর্তৃক সত্য প্রমানিত হওয়ার মোজেযা দর্শনে অনেক কাফেরের ইসলাম গ্রহণ।
৩৫। নবুয়তের দশম সালে রমযান মাসে চাচা আবু তালেব ও হযরত বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর ইন্তিকাল এবং পূর্ণ বৎসর শোক পালনের ঘোষনা।
৩৬। নবুয়তের একাদশ সালে বৃদ্ধা হযরত সাওদা (রাঃ) ও কিশোরী হযরত আয়েশা (রাঃ)- এর সাথে শুভ পরিনয়।
৩৭। একাদশ সালেই তায়েফ গমন এবং তায়েফবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত।
৩৮। তায়েফ থেকে মককায় ফিরতি পথে নাখলা নামক স্থানে ৭জন জীন এবং মসুলবাসী একজন কৃতদাস খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ।
৩৯। মককায় আসার পর অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি।
৪০। নবুয়তের ১১ বৎসর ৪ মাস পর রজব মাসের ২৭ তারিখ সোমবার পবিত্র মেরাজে গমন ও আল্লাহ তায়ালার চাক্ষুস দীদার লাভ। লামাকালে নামায ফরয হয়।
৪১। মদিনা মোনাওরায় ইসলাম প্রচার এবং ৯০ জনের ইসলাম গ্রহণ এবং মদিনায় হিজরত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর (বাইআতে আক্বাবা)।
৪২। নবুয়তের এয়োদশ সালে রবিউল আউয়াল ১২ তারিখ সোমবার হযরতের মদিনার কোবায় আগমন এবং অবস্থান।
৪৩। ৪ দিন পর শুক্রবার মূল মদিনায় গমন এবং পথিমধ্যে প্রথম জুমা আদায়।
৪৪। মদিনা মোনাওয়ারায় হযরত আবু আইউব আনসারীর গৃহে অবতরন এবং তথায় ৭ মাস অবস্থান। হুযুরের আগমনের সংবাদে নারী পরুষ নিজ নিজ ঘরের ছাদে আরোহন এবং কিশোর ও খাদেমগনের রাস্তায় রাস্তায় নারায়ে রিসালাতের ধ্বনী: جَاءَ مُحَمَّدٌ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ এবং يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ধ্বনীতে নবীজীকে স্বাগতম জ্ঞাপন। (মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড)।
৪৫। ৭ মাসে মসজিদে নববী তৈরী এবং মসজিদ সংলগ্ন হুযুরের পরিবারগণের থাকার ব্যবস্থা।
৪৬। মদিনার ইহুদী, আউছ, খাজরাজ গোত্রের সাথে সহ অবস্থানের চুক্তি সাক্ষর। উক্ত চুক্তিকে "মদিনার সনদ" বলা হয় এবং ইহাই আন্তর্জাতিক লিখিত প্রথম সনদ। উক্ত সনদ অনুকরনে জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘ সনদ তৈরী হয়।
৪৭। ইহুদী গোত্রের চুক্তি ভঙ্গ এবং মককাবাসীদেরকে মদিনা আক্রমনের আমন্ত্রন।
৪৮। হিজরী দ্বিতীয় সালে বদরের ময়দানে ইসলামের প্রথম

জেহাদ। এতেই মুসলমানদের বিজয় এবং মককাবাসীদের প্রথম পরাজয় ঘটে। ইসলামের মহাবিজয় এখান থেকেই শুরু। ইসলামী রাষ্ট্রেরও গোড়া পত্তন হয় তখন থেকেই। এ বৎসরই হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় হযরত আলী (রাঃ)--এর সাথে। এই বৎসর রোযা ও যাকাত ফরয হয়।

৪৯। হিজরী তৃতীয় সালে অনুষ্ঠিত হয় ওহুদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরন করেন নবীজীর নির্দেশ অমান্য করার কারনে।

৫০। হিজরী পঞ্চম সালে অনুষ্ঠিত হয় খন্দকের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ১০ হাজার মক্কাবাসী ঝড় তুফানে বিধ্বস্ত হয়ে মককায় ফেরত যেতে বাধ্য হয়। ইহাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের আক্রমনাত্মক হামলার পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে মুসলমানরাই আক্রমনাত্মক যুদ্ধের সুযোগ লাভ করেন।

৫১। হিজরী ৬ষ্ঠ সালে ওমরার নিয়তে ১৪শত মুহাজির সাহাবী নিয়ে হুযুর (দঃ) রওয়ানা হন। মককার অদূরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ১৯ দিন অবস্থান করেন। এসময় অনেক মোজেযা প্রকাশ পায়। তম্মধ্যে হুযুর (দঃ)-এর অঙ্গুলী মোবারক থেকে জান্নাতি পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছিল- যা একলক্ষ লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল। এখানে কোরায়েশদের সাথে ১০ বৎসরের জন্য এক শান্তিচুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে আল্লাহ তায়ালা মহাবিজয়ের সূচনা বলে কোরআন মজিদে ঘোষনা করেন। এখানেই জেহাদের জন্য বায়আতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বায়আতে অংশ গ্রহনকারী ১৪ শত সাহাবীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়।

৫২। হিজরী ৭ম সালে উমরাতুল ক্বাযা আদায় এবং খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়াহুদীদের দূর্গ "আল-কামুছ" হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাপতিত্বে বিজিত হয়। এই যুদ্ধের পর মুসলমানগন প্রচুর সম্পদের মালিক হন।

৫৩। হিজরী ৮ম সালে মককার কোয়ায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান হোদায়বিয়ার সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করে মদিনার উপকণ্ঠে চোরাগুপ্তা আক্রমন করায় নবী করিম (দঃ) ১০ হাজার সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মককা আক্রমন করেন এবং সামান্য প্রতিরোধের পর মককা বিজিত হয়। ইহাই ছিল মহা বিজয়ের প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়ন। অত্যাচারী মককাবাসীরা নবীজীর সাধারন ক্ষমায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহন করতে থাকে। (সূরা আন্- নাসর)। এ বৎসরই জর্দানের দক্ষিনাঞ্চল মূতায় সৈন্য প্রেরন করা হয়। এই যুদ্ধে তিনজন সেনাপতি শহীদ হওয়ায় চতুর্থ সেনাপতি হযরত খালেদ যুদ্ধ জয় করেন।

৫৪। হিজরী নবম সালে আরবের বিভিন্ন গোত্র স্বেচ্ছায় এসে ইসলাম গ্রহন করতে থাকে। নবীজী এ বৎসর বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরন করেন এবং দূত পাঠান। এভাবেই তিনি তাবলীগের কাজ সমাপ্ত করেন। এ বৎসরই তিনি রুম সাম্রাজ্যের বিরূদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন নিজে। বর্তমান জর্দানের দক্ষিনাঞ্চল তাবুক যুদ্ধ ছিল সুদুর প্রসারী। এতেই পৃথিবীর শক্তিধর সম্রাট হিরাক্লিয়াস ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ইহাই ছিল ইসলামের শেষ বৃহৎ যুদ্ধ।

৫৫। তাবুক যুদ্ধ হতে রমযান মাসে মদিনায় ফিরত আসার পর শাওয়াল মাসে হজ্ব ফরয হয় এবং ঐ বৎসরেই প্রথম হজ্ব হযরত আবু বকর (রাঃ)- এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) সূরা তাওবার ৪০ আয়াত সম্বলিত ঘোষনাপত্র পাঠ করে শুনান আরাফাত ও মীনাতে। এই ঘোষনাতে পরবর্তী বৎসর হতে মুশরিকদের মককায় প্রবেশ চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

৫৬। হিজরী দশম সাল জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ (মককার তারিখ অনুয়ায়ী) শুক্রবার বিদায়ী হজ্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই হজ্বেই হুযুর (দঃ)-এর সাথে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম হজ্ব সমাপন করেন। আরাফাত ময়দানেই হুযুর (দঃ) হজ্বের খুতবা প্রদান করেন। ইহাকে বিদায়ী হজ্বের ভাষনও বলা হয়। ঐ দিনই আছরের পর কোরআন মজিদের সর্বশেষ আয়াত হিসাবে নাযিল হয় "আল ইয়াওমা আক্মালতু লাকুম দ্বীনাকুম ..... ওয়া রাদ্বিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা"। (সূরা মায়েদা)

৫৭। ঐ রাত্রে মুযদালেফায় অবস্থান করে পরদিন ১০ তারিখ সকালে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং শয়তানকে কংকর মেরে কোরবানী করে ইহ্রাম খোলেন। তিনদিন মিনায় অবস্থান করে কংকর নিক্ষেপ সমাপ্ত করে মককায় ফিরে আসেন এবং জান্নাতুল মোয়াল্লা কবরস্থান যিয়ারত করার সময় হুযুরের পিতা-মাতাকে আল্লাহপাক জীবিত করে সামনে উপস্থিত করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহন করে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করে পুনরায় মৃত্যু বরন করেন। (খতীবে বাগদাদী ও আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)।

৫৮। বাইতুল্লাহ শরীফের বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে ১৪ই জিলহজ্ব তারিখে মদিনা মোনাওয়ারা পানে রওয়ানা দেন এবং ১লা মহরম ১১ হিজরীতে মদিনা শরীফে পৌছেন।

৫৯। পথিমধ্যে সর্বশেষ সূরা আননাস্‌র নাযিল হয়। এভাবে ৩০ পারা পূর্ণ কোরআন নাযিল সমাপ্ত হয়।

৬০। ১১ হিজরীর সফর মাসের মধ্যভাগে হুযুর (দঃ)-এর জ্বর ও মাথা ব্যথা শুরু হয়। সফর মাসের ৩০ তারিখ বুধবার জ্বরের বিরতি হয়। তিনি সকালে গোসল করেন। ইহাই ছিল দুনিয়ার সর্বশেষ গোসল। এই দিনকে **আখেরী চাহার শোম্বা** বলা হয়। এদিন রোগ বিরতির সংবাদ শুনে শুকরিয়া স্বরূপ হযরত আবু বকর (রাঃ) পাঁচ হাজার দিরহাম দান করেন। হযরত ওমর (রাঃ) দান করেন সাত হাজার দিরহাম। হযরত ওসমান (রাঃ) দান করেন দশ হাজার দিরহাম। হযরত আলী (রাঃ) দান করেন তিন হাজার দিরহাম। ধনাঢ্য সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) দান করেন একশত উট। ঐদিনই বিকালে পুনরায় জ্বর ও মাথা ব্যথা দেখা দেয়। এই জ্বরই শেষ জ্বর।

৬১। রোগ নিয়েই তিনি নামাযের ইমামতি করতে থাকেন। পরবর্তী বৃহস্পতিবার তিনি অপারগ হয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ইমামতি দান করেন।

৬২। হযরত আবু বকর (রাঃ) মোট ১৯ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন সোমবার সকাল পর্যন্ত। এতেই তাঁর ভবিষ্যৎ খেলাফতের সূচনা হয়।

৬৩। ১২ ই রবিউল আউয়াল সোমবার চাশতের সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেছালে হক প্রাপ্ত হন এবং খোদার সান্নিধ্যে (রফিকে আ'লা) গমন করেন। পরবর্তী খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নির্বাচিত হওয়ার পর মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ফজরের আযানের পূর্বে ইমাম বিহীন ও চার তাকবীর বিহীন সালাতে জানাযা (সালাম ও দরূদের মাধ্যমে) সমাপ্ত করা হয় এবং রওযা মোবারকে পবিত্র দেহ মোবারক সোপর্দ করা হয়। এই সময়েই হুযুরের রুহ্ মোবারক পুনরায় ফেরত দেওয়া হয়। তাই আমাদের প্রিয় নবী বর্তমানে কিয়ামত পর্যন্ত রওযা মোবারকে স্বশিরীরে জিন্দা- উম্মতের সালাম ও দরূদ শুনে তিনি জবাব দান করেন (আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকী (রহঃ) ওফাত ৭৫৬ হিজরী-এর সিফাউসসিকাম ফি যিয়ারাতে খাইরিল আনাম দ্রষ্টব্য)।

আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)।
আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ (দঃ)।

২৪ পৃষ্ঠার পর

শুভ সংবাদ দেয়। এতে খুশী হয়ে আবু লাহাব ছোয়াইবাকে আযাদ করে দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ইমাম সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী (রহঃ) বলেন-

فَاِذَا كَانَ اَبُوْ لَهَبٍ الَّذِىْ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ بِذَمِّهٖ جُوْزِىَ فِى النَّارِ اَىْ بِشَرْبَةِ مَاءٍ بِرَأْسِ اِصْبَعِهٖ وَبِتَخْفِيْفِ الْعَذَابِ عَنْهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةِ اثْنَيْنِ لِاِعْتِقَابِهٖ ثُوَيْبَةَ فَرْحًا لَمَّا بَشَّرَتْهُ بِوِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِىْ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهٖ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ اِلَيْهِ قُوَّتُهٗ- لَعُمْرِىْ اِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاءُهٗ مِنَ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ اَنْ يُّدْخِلَهٗ بِفَضْلِهٖ الْعَمِيْمِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ صـ٢٣٨

অর্থঃ হাফেজ সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী (রহঃ) বলেনঃ যে আবু লাহাবের বিরূদ্ধে কোরআন মজিদ অবতীর্ণ হয়েছে- এমন ব্যক্তিকেও জাহান্নামে (কবর)- থাকা অবস্থায় কিছু পুরস্কৃত করা হচ্ছে অর্থাৎ তার আঙ্গুলের মাথা হতে কিছু ঠান্ডা পানি বের করে তাকে পান করানো হচ্ছে। প্রতি সোমবার তার কবর আযাব হালকা করে দেয়া হচ্ছে একটি মাত্র কারনে- তা হলো সে আপন দাসী ছোয়াইবার মুখে নবীজীর জন্মের শুভ সংবাদ শুনে তাকে আযাদ করে দিয়েছিলো। এমতাবস্থায় নবী করিম (দঃ) এর একজন তৌহিদপন্থী উম্মতের অবস্থা কেমন হতে পারে- যিনি নবীজীর জন্ম উপলক্ষে খুশী হন এবং সামর্থ অনুযায়ী খরচ করেন? আমি আমার জীবনের কছম করে বলছি- দয়াল আল্লাহর পক্ষ হতে তার একমাত্র পুরস্কার হচ্ছে- আল্লাহ আপন অনুগ্রহের মাধ্যমে এই বান্দাকে অবশ্যই জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন। (জাওয়াহিরুল বিহার ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত বর্ণনার মোকাবেলায় এবার শুনুন ওহাবীদের শাইখুল হাদীস আজিজুল হক সাহেবের পাত্রিকা "রাহ্‌মনী পয়গাম" (শয়তানী পায়গাম) ২০০০ সালের ঈদে মিলাদুন্নবী সংখ্যার ভাষাঃ "ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে আবু লাহাবী অনুষ্ঠান" (নাউযুবিল্লাহ)।

হুযুরের (দঃ)-এর আবির্ভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার নামে লেখা একটি চিঠি

-চৌধুরী তোফায়েল আহমদ

আখেরী জমানায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে সে সম্বন্ধে আল্লাহ যুগে যুগে মানুষের কল্যানে প্রেরিত বিভিন্ন আসমানী কিতাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাছাড়াও হিন্দুদের বেদ, চীনাদের কংকেছু প্রভৃতি বিধর্মী ধর্মগ্রন্থ থেকেও জানা যায় যে, আখেরী জমানায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন ঘটবে এবং তিনি জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম "ইসলাম" (শান্তি) স্থাপন করবেন। আখেরী জমানায় নবীর আগমনের আভাস নিম্নের কাহিনী থেকেও জানা যায়।

'তফরিহুল আজকিয়া ফি আহওয়ালিল আম্বিয়া' (ভল্যু ২, পৃষ্ঠা ১১০) হতে জানা যায়- ইয়েমেনের বিধর্মী রাজা তিব্বা ইরাক ও সিরিয়া জয়ের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। পথিমধ্যে তিনি আমিয়া -যাহা বর্তমানে মদীনা নামে পরিচিত সেই স্থানে উপস্থিত হন। আমিয়ার সৌন্দর্য্য রাজা তিব্বাকে বিমোহিত করে এবং তিনি তা অধীনস্থ করেন এবং তার পুত্রকে সেখানকার অধিকর্তা নিযুক্ত করে ইয়েমেনে ফিরে যান। কিন্তু আমিয়াবাসীর ষড়যন্ত্রের ফলে তিব্বার পুত্র নিহত হয়। পুত্র হত্যার সংবাদ পেয়ে তিব্বা এতই ক্ষিপ্ত হন যে, তিনি আমিয়া নগরীকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার অভিলাসে ইয়েমেন থেকে পুনরায় আমিয়ায় আসেন। আমিয়ায় প্রবেশের মুখেই তিনি তার সেনাবাহিনীকে গণহত্যা চালানোর এবং সমস্ত ঘর বাড়ী ধুলিস্যাত করে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলে সেনাবাহিনী ধ্বংসলীলা শুরু করে। কিন্তু তিনি অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন- যে সমস্ত বাড়ী ঘর আগের দিন ধ্বংস করা হয়, সেইগুলি পরবর্তী প্রভাতে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি শুধু সময়ের অপচয় করছেন।

রাজা তিব্বা প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়া থেকে যে সমস্ত লোককে বন্দী করেন, তাঁদের মধ্যেকার চারশত ইহুদী ছিলেন 'তাওরাত' কিতাবের উপর অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। রাজা তিব্বা তাদেরকে এই অত্যাশ্চার্য্য ঘটনা ঘটার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা তাকে বললেন যে, তিব্বা তার ইচ্ছানুযায়ী বাকী সবই করতে পারবেন শুধুমাত্র এই নগরীর ক্ষতি সাধন করা ছাড়া। কেননা, আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত নবী ভবিষ্যতে এই নগরীর আতিথ্য গ্রহন করবেন।

তিব্বা তাদের কথার সত্যতা যাচাই' করার জন্য দুইজন ইহুদীকে 'তাওরাত' কিতাবসহ অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। ইহুদীদ্বয় নির্দেশমত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। আল্লাহ্‌র কি অশেষ রহমত! তিনি যাদের প্রতি সহায়, অন্য কোন শক্তি নেই তাদের অসহায় করার। ইহুদীদ্বয় সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হতে সম্পূর্ন অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসেন। এরপর তিব্বা তার দুইজন অগ্নিপুজারী অনুচরকে তাদের অগ্নিদেবের মূর্তিসহ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে বলেন। অনুচরদ্বয় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করা মাত্রই তাদের সমস্ত শরীর ঝলসে গেল।

এই দৃশ্য অবলোকন করে তিব্বা সম্পূর্ণরূপে অন্য মানুষে পরিণত হন। তিনি 'তাওরাত' কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে অগ্নিপূজা পরিহার করেন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের যে সংকল্প নিয়ে তিনি ঘর থেকে বের হয়েছিলেন- আখেরী জামানার নবীর সম্মানার্থে সেই বাসনা পরিত্যাগ করেন এবং আমিয়া নগরীর ক্ষতিসাধন করা থেকেও বিরত হন।

রাজা তিব্বা তাঁর অজ্ঞতা হেতু প্রতিশ্রুত নবীর ধর্ম প্রচারের স্থানের ক্ষতিসাধন করার জন্য যে সংকল্প করেছিলেন- তার জন্য মর্মাহত হন এবং পাপ খণ্ডনের জন্য তাঁর বন্দীদের থেকে তাওরাত বিজ্ঞানের উপর পণ্ডিত্যের অধিকারী চারশত ইহুদীকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আমিয়ায় তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস বন্দোবস্তা করে দেন এবং প্রত্যেক বন্দীকে একজন মহিলা ইহুদী বন্দীর সাথে বিয়ে দেন। তখন এই নগরী রাজা তিব্বার নামানুসারে ইয়াতিব্বা নগরী নামে পরিচিত হয়। ইহুদীরা নগরীর আশে পাশে বসতি স্থাপন করে এবং আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত নবীর আগমনের অপেক্ষায় ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকে। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন এই নগরীতে হিজরত করেন তখন তা ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিলো।

যে সমস্ত পণ্ডিত ইহুদীরা মদীনায় বসতি স্থাপন করে -তাঁদের নেতা ছিলেন সাহাউল নামক জৈনিক ব্যক্তি। তিব্বা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট লেখা একখানি পত্র সাহাউলের হাতে দিয়ে আদেশ করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যদি তাঁর জীবদ্দশায় মদীনায় আসেন, তবে যেন তিনি এই পত্রখানি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রের হাতে দিয়ে যান এবং সে যেন পত্রটি হযরত (দঃ)-এর নিকুট পৌছায়। এইভাবে হযরত মদীনায় না আসা পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় চলতে থাকবে। তিনি হযরতের পরিচয় প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত চিঠিটি গোপন রাখতে বলেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মদীনায় অবস্থানকালে সাহাউলের জন্য তিনি যে বাড়ীখানি নির্মাণ করেছেন সেই বাড়ীতে যেন তিনি অবস্থান করেন এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধও তিনি সাহাউলকে করেন।

৬২০ খ্রীষ্টাব্দে হযরত নবুয়ত প্রাপ্তির ১০/১১ বছর পর ইয়াসরিব নগরী হতে কয়েকজনের একটি দল হযরতের সাক্ষাৎ লাভের জন্য গোপনে মক্কায় যায়। তারা হযরতের কথাবার্তার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিল। মদীনা নগরীর ইহুদীরা প্রায়ই তাদের স্বজাতীদের কাছে গল্প করতো যে, আখেরী জামানার নবী কয়েকদিনের মধ্যেই আরবদেশে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি ইহুদীদের নিকট আত্মীয়

ইসমাইল বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। ঐ সমস্ত ইহুদী ও ইসমাইলীয়া গোত্রের লোকেরা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর। ইব্রাহীম (আঃ) যেমন জগত হতে মুর্তিপূজা উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে ছিলেন, আখেরীজামানার প্রতিশ্রুত নবীও সেই একই চেষ্টা করবেন। তাঁর ধর্ম ইহুদীরাও গ্রহণ করবে। কেননা, তারা জানেন যে, তিনি মদীনা থেকে বিধর্মীদের উচ্ছেদ করবেন। মক্কায় আগমনকারী ইয়াসরিবের অধিবাসীরা আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত নবীকে মক্কার শহরতলীতে দেখেই চিনতে পারলো। তারা ইয়াসরিবে ফেরত এসে হযরত কেমন আছেন, তিনি কি বলেছেন-তার বর্ণনা দেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৬২১ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসরিব থেকে আরো কয়েকজনের একটি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তারা মক্কার শহরতলীতে আকাবাহ নামক স্থানে রাত্রিতে তাঁর সাথে অত্যন্ত গোপনে সাক্ষাৎ করেন- যাতে মক্কাবাসীদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না ঘটে। এই সন্ধি'আল আকাবার প্রথম সন্ধি'নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে নব দীক্ষিত মুসলিম মহিলাদের কাছ- থেকে জানা যায় যে- এই সন্ধি স্বাক্ষর কালে কোন প্রকার মতদ্বৈততা দেখা দেয়নি। সন্ধি স্বাক্ষর করে ঐ সমস্ত নব'দীক্ষিত মুসলিমরা একজন মুসলিম শিক্ষক সহ ইয়াসরিবে প্রত্যাবর্তন করেন। অল্পদিনেই হযরতের কথা ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে পৌছে যায়। গত বারো বছর যাবত হযরত মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও এমনকি জীবনাশের হুমকির মধ্যেও মক্কায় বসবাস করছেন শোনে তারা উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়ে উঠে।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৬৬২ খৃষ্টাব্দের হজ্জ মৌসুমে মদীনা থেকে ৭২ জন মুসলিমের একটি দল হযরত (দঃ) কে মদীনায় অতিথি হওয়ার জন্য মদীনাবাসীদের একটি আমন্ত্রননামা নিয়ে রাত্রিকালে অতিগোপনে হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে আকাবায় সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা মদীনায় থাকাকালীন সময়ে হযরতের কোন ক্ষতি হতে দেবে না এই মর্মে একখানা সন্ধিতে স্বাক্ষর করে -যা-আল আকাবার দ্বিতীয় সন্ধি নামে পরিচিত। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হযরত (দঃ) মনস্থির করেন যে, মহান আল্লাহর অমিয়বাণী প্রচারের সুবিধার্থে এবং মক্কাবাসীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি হিযরত করবেন বা ইয়াসরিবে বসবাসের জন্য গমন করবেন।

এই ৭২ জনের দলে আবু সায়মা নামক একজন যুবক ছিল। সে ছিল সেই শাহাউল যার নিকট হযরতের কাছে লেখা রাজা তিব্বার পত্রখানি অর্পিত ছিল -তাঁর বংশধর আবু আইয়ুব আনসারীর পুত্র। আবু সায়মা যখন হযরতকে নিমন্ত্রন জানানোর জন্য মদীনা ত্যাগ করতে যাচ্ছিল- তখন আবু আইয়ুব আনসারী সবার অলক্ষ্যে তার পুত্রের হাতে চিঠিটি দিয়ে বললো- সে যেন চিঠিটির কথা গোপন রাখে এবং হযরত (দঃ) যদি চিঠিটির কথা জিজ্ঞেস না করেন তবে যেন সে পত্রখানি ফেরত নিয়ে আসে। কেননা সে মোহাম্মদ (দঃ) কে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী কিনা? দলটি তার কাছে আসলে তিনি আবু সায়মার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বললেন- 'তোমার নাম আবু সায়মা, তোমার কাছে রাজা তিব্বা কর্তৃক আমার জন্য লিখিত পত্রখানি লুকায়িত আছে, উহা বাহির কর।" দলের অন্য সবাই এই কথায় আশ্চার্য্যন্বিত হল। কেননা, হযরত (দঃ) আবু সায়মাকে আগে কোনদিন দেখেননি এবং তারা জানতো না যে আবু সায়মার নিকট কোন পত্র ছিল। চিঠি পড়ে জানা গেল যে এটি ১৪০০ বৎসর পূর্বে লেখা হয়েছিল। চিঠিটির বাঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হলো।

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনার উপর দরূদ ও সালাম বর্ষাইবার পর আমি এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আপনার এবং আল্লাহ কর্তৃক আপনার মাধ্যমে যে কিতাব প্রেরিত সেই পবিত্র গ্রন্থের উপর পূর্ণ ঈমান আনয়ন করিলাম। আমি আরো ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আপনার ধর্মে ধর্মান্তরিত হইলাম এবং আপনার সৃষ্টিকর্তার উপর ঈমান আনয়ন করিলাম এবং আল্লাহর নিকট হইতে আপনার জন্য ইসলামী শরীয়তের যে সমস্ত আইন বলবৎ হইবে তাহা মানিয়া নিলাম। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, বিচারের দিনে আপনি যেন আমাকে শাফাআত করেন এবং ঐ দিন যেন আমাকে ভুলে না যান। আমি আপনার আগমনের পূর্বেই আপনাকে এবং ইসলামী আদর্শকে গ্রহণ করিয়া আপনার প্রথম শিষ্য ও অনুসারী হইলাম। আপনার নিকট আমার দাবী আরো জোরদার করিবার জন্য আমি আপনার পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে ধর্মান্তরিত হইলাম এবং সেই ধর্মানুসারে আমি বর্তমানে জীবন যাপন করিতেছি"।

রাজা তিব্বার স্বাক্ষর
ও
সিলমোহার

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন মদীনায় হিযরত করেন তখন তাঁর উটের উপর তাঁর সঙ্গী ছিলেন আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)। মদীনার সমস্ত মুসলিমই তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে হযরতকে আতিথ্য গ্রহন করতে অনুরোধ করেন। সেই জন্য সকলের মনরক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হযরত (দঃ) বললেন, "আমার উট স্বেচ্ছায় যে বাড়ীর সম্মুখে আসবে আমি সেই বাড়ীর আতিথ্য গ্রহন করবো।" উটটি তার নিজের ইচ্ছায় আবু সায়মার পিতা হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়ীর সম্মুখে বসে পড়লো-যা কিনা রাজা তিব্বা হযরত (দঃ)-এর বসবাসের জন্য বিশেষভাবে নির্মাণ করেন। এইভাবেই রাজা তিব্বার ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হলো।

এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন সম্পর্কে বিশ্ববাসী প্রচীনকাল থেকেই অবহিত ছিল। ইহা নবীজীর এলমে গায়েবের প্রকৃষ্ট প্রমান।

(রাহমাতুল্লিল আলামীন ৮৪ ইং হতে)

সম্বোধন সূচক দরূদ শরীফ ও না'রায়ে রিসালাত ইয়া রাসুলাল্লাহ ধ্বনীর প্রমাণ

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

নামাযের মধ্যে দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ্। এ ছাড়াও নামাযের বাইরে অন্যান্য অসংখ্য বরকতময় দরূদ শরীফের প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। তন্মধে একটি দরূদ শরীফ হলো-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ-

(আস্সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ্) "হে আল্লাহর রাসুল (দঃ), আপনার উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক"।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থী মুসলমান, ইমাম, মুজতাহিদ ও পীর মাশায়েখগণের মতে উক্ত দরূদ শরীফ অতি বরকতময়। কেননা, এই দরূদে যুগপৎভাবে সালাত ও সালাম-এর সমাবেশ রয়েছে। এই দরূদের মাধ্যমে কোরআন মজিদের দরূদের নির্দেশের পুর্ণ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিস্তাগণ সদাসর্বদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়েন। অতএব হে মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর উপর দরূদ পড়ো এবং সম্মানের সাথে তাঁর খেদমতে সালাম পেশ করো" (সূরা আহযাব) উক্ত আয়াতে সালাত এবং সালাম উভয়টির নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এখন আমরা প্রমাণ পেশ করবো- উপরে বর্ণিত দরূদ ও সালাম কারা পাঠ করতেন এবং কখন থেকে এর প্রচলন হয়েছে। আরও প্রমাণ পেশ করবো- কোন্ কোন্ ইমাম ও মুহাক্কিক উলামাগণ উক্ত দরূদ শরীফ সমর্থন করেছেন।

১নং প্রমাণ ঃ নাসিমুর রিয়ায শরহে শিফা কাজী আয়ায ৩য় খন্ডে উল্লেখ রয়েছে-

اَلْمَنْقُوْلُ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ فِىْ تَحِيَّتِهِمْ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ- বর্ণিত আছে- মহান সাহাবীগণ হুযুর আলাইহিস সালাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিম্নরূপে সম্মান সূচক সালাত ও সালাম পেশ করতেন-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - ،

২নং প্রমাণ ঃ জুরকানী আলাল মাওয়াহিব শরীফে আল্লামা জুরকানী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন-

اَنَّهٗ وَرَدَ فِىْ عِدَّةِ طُرُقٍ مِّنَ الْجَمَاعَةِ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ -

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে বিভিন্ন রেওয়ায়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের এক জামাআত সালাত বা দরূদের শব্দাবলী নিম্নরূপ উচ্চারণ করতেন-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ -

"হে আল্লাহর প্রিয় রাসুল (দঃ) আপনার উপর আল্লাহর সালাত বা রহমত বর্ষিত হোক"। এখানে শুধু সালাতের উল্লেখ আছে। সালামের উল্লেখ নেই।

৩নং প্রমাণ ঃ তাফসীরে কবীর ৫ম খন্ডে উল্লেখ আছে-

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু অসিয়ত করলেন- আমার লাশ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকের কাছে নিয়ে গিয়ে এভাবে আরয করবে- ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনার গুহার সাথী আবু বকর সিদ্দীক হাযির। উক্ত অসিয়ত মোতাবেক ইনতিকালের পর গোসল ও কাফন দিয়ে লাশ মোবারক রওযা পাকের নিকট আনা হলো এবং সাহাবীগণ নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে এভাবে সালাম পেশ করলেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

-"হে আল্লাহর রাসূল (দঃ)! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। অতঃপর আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (দঃ)! আবু বকর আপনার নিকট হাযির। অমনি আপনা হতেই

দরজা খুলে গেলো এবং রওযা মোবারক থেকে আওয়াজ আসলো-

اَوْصِلِ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ فَاِنَّ الْحَبِيْبَ لَمُشْتَاقٌ اِلَى الْحَبِيْبِ -

-"তোমরা বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিত করে দাও। কেননা, এক বন্ধু আর এক বন্ধুর প্রতীক্ষায় রয়েছেন"।

এখানে হুযুর (দঃ)-এর ইনতিকালের আড়াই বৎসর পর সাহাবীগণ হুযুর (দঃ)-কে হায়াতুন্নবী জ্ঞানে সম্বোধন করে সালাম পেশ করেছেন। আহলে সুন্নাতের আক্বিদাও সাহাবীগণের অনুরূপ এবং সালাম পেশ করার পদ্ধতিও সাহাবীগণের ন্যায়।

<u>৪নং দলীল</u> ঃ শেফা শরীফ ২য় খন্ড ১৯৬ পৃষ্ঠা লাহোর ছাপায় উল্লেখ আছে- হযরত আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন প্রথমে আমাকে নিম্নোক্তভাবে সালাম দিবে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ -

-"হে প্রিয় নবী (দঃ)! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক"।

এখানে মসজিদে প্রবেশের সময় দোয়ার পূর্বে প্রথমে হুযুর (দঃ)কে সম্বোধন করে সালাম পেশ করে পরে দোয়া করার কথা বলা হয়েছে।

<u>৫নং দলীল</u> ঃ মিশকাত শরীফে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِيْ مَنْزِلَةٌ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِاَحَدٍ مِّنَ الْخَلَائِقِ- اَتَيْتُهٗ بِاَعْلٰى سَحْرٍ وَاَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ- فَاِنْ تَنَحْنَحَ اِنْصَرَفْتُ اِلٰى اَهْلِيْ وَاِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ (نَسَائِيْ مِشْكٰوةُ ضـ٥٦٥)

অর্থাৎ- তিনি বলেন- রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আমার যে মর্যাদা ও নৈকট্য ছিল- তা অন্য কোন মখলুকের ছিলনা। আমি খুব ভোরে হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে আসতাম এবং বাহির থেকে এভাবে সালাম দিতাম-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ -

"হে আল্লাহর নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। যদি তিনি গলা খাকড়ান দিতেন, তাহলে আমি স্বগৃহে ফিরে আসতাম। আর যদি তিনি এরূপ না করতেন, তাহলে তাঁর খেদমতে হাযির হতাম"। (নাছায়ী সুত্রে মিশকাত শরীফ ৫৬৫ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জাহেরী জিন্দেগীতে সম্বোধনসূচক দরূদ শরীফ ও সালাম আরয করতেন অর্থাৎ-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

সুতরাং সম্বোধন সূচক দরূদ ও সালাম সাহাবী গনের সুন্নাত। যারা ইহাকে শিরিক বলে- তারা অজ্ঞ।

"ইয়া রাসুলাল্লাহ" শ্লোগান

"ইয়া রাসুলাল্লাহ" শ্লোগান নূতন জিনিস নয়। ইহা সাহাবাগণের সুন্নাত। যেমন- হিজরতের সময় মদিনা শরীফের নারী পুরুষ ও আবালবৃদ্ধ বনিতা হুযুরের আগমনের সংবাদে সবাই না'রায়ে রিসালাতের শ্লোগান দিতেন এভাবে-

يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

১। এ প্রসঙ্গে হযরত বরা ইবনে আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত মুসলিম শরীফে উধৃত একখানা হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো। হুযুরের আগমন বার্তা শুনে হুযুর (দঃ)কে না দেখেই তাঁরা নারায়ে রিসালাতের ধ্বনী দিয়েছিলেন।

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِى الطُّرُقِ يُنَادُوْنَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- (مُسْلِمُ ج٢ صـ٤٢٧

অর্থাৎ হুযুরের মদিনায় আগমনের বার্তা শুনে নারী পুরুষগন ঘরের ছাদে উঠে গেলো এবং ছোট ছোট শিশু কিশোর ও খাদেমগন অলি-গলিতে ধ্বনী দিতে লাগলো- "ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসুলাল্লাহ,- ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)"। (মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড ৪২৭ পৃষ্ঠা)।

এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রমানিত হলো। ক) নারায়ে রিসালাতের ধ্বনী "ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসুলাল্লাহ" সাহাবাগণের সুন্নাত ও হুযুরের যুগেই এর প্রচলন ছিল। যারা "ইয়া রাসুলাল্লাহ" ধ্বনীকে নাজায়েয বা বিদআত বলে- তারা অজ্ঞ মূর্খ।

খ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে يا হরফে নেদা দ্বারা বা সম্বোধন সুচক আহবান করা বা ডাকা শিরিক নয়- যেমন ওহাবী গোমরাহ ফের্কার লোকেরা বলে থাকে।

২। ইবনে মাজাহ্, নাসায়ী ও তিরমিযি শরীফে বর্ণিত "ইয়া মুহাম্মদ" বলে হুযুরের নিকট প্রার্থনা করার নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি অতীব গুরুত্বপূর্ন দলীল। ওসমান বিন হানিফ নামক অন্ধ সাহাবীকে স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আমলটি সমস্ত উম্মতের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। প্রার্থনার দোয়াটি নিম্নরূপ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْـَٔلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ- يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهِ لِتُقْضٰى لِىْ- اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ- قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ- (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِىُّ وَالتِّرْمِذِىُّ)

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং রহমতের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে ও উছিলায় তোমার দিকে মুতাওয়াজজাহ হলাম বা মনোনিবেশ করলাম। হে প্রিয় মুহাম্মদ (দঃ)! আপনার মাধ্যমে আমি আমার প্রভূর দিকে মুতাওয়াজজাহ হলাম আমার অমুক মাকসুদ পূরনের জন্য। হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় হাবীবের সুপারিশ আমার জন্য কবুল করো"। হাদীস বিশারদ আবু ইসহাক বলেন- এই হাদীস খানা সহীহ্ (ইবনে মাজাহ্, নাছায়ী ও তিরমিযি শরীফ)।

উক্ত হাদীসের পঠভূমিকা হলো নিম্নরূপঃ- সাহাবী হযরত ওসমান বিন হানিফ রাদিয়াল্লাহ আনহু চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিলেন। একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি হারানোর ঘটনা বললেন। নবী করিম (দঃ) তাঁকে দুই রাকআত নামায পড়ে উক্ত দোয়া করতে বললেন। সাহাবী হুযুরের কথামত আমল করে ঘরে ফিরে গেলেন। আবার যখন দেখা করতে আসলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি শক্তি পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে।

উক্ত হাদীস দ্বারা কয়েকটি আক্বিদা প্রমাণিত হলো। যেমন-

ক) রোগমুক্তির জন্য হুযুরকে উছিলা ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। হযরত আদম আলাইহিস সালামও হুযুরের উছিলা ধরে তাওবা কবুলের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং সাথে সাথে আল্লাহ তাঁর তাওবা মনযুর করেন। তদ্রূপ হযরত ওসমান বিন হানিফের মাধ্যমে উম্মতকে হুযুরের উছিলা ধরে মুসিবত দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

খ) হুযুরের কাছে হাজত পূরনের জন্য সরাসরি প্রার্থনা করা জায়েয। ইহা স্বয়ং হুযুরের শিক্ষা।

গ) ইয়া মুহাম্মদ অথবা ইয়া রাসলাল্লাহ (দঃ) বলে হুযুরকে সম্বোধন করা জায়েয।

ঘ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় হুযুর (দঃ)কে মধ্যস্থ করা জায়েয ও উত্তম।

ঙ) হুযুর (দঃ)-এর অবর্তমানেও সাহাবীগন এবং পরবর্তী যুগের বুযুর্গানে দ্বীন এই আমল করতেন। অর্থাৎ হুযুর (দঃ) কে সম্বোধন করে "ইয়া মোহাম্মদা অথবা ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) বলে সম্বোধন করতেন। ইহার ভুরি ভুরি প্রমান রয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর হাত অবশ বা প্যারালাইসিস হওয়ার পর "ইয়া মুহাম্মদা" বলে সাহায্য প্রার্থনা করা হলে উনাদের অবশ হাত ভাল হয়ে যায় (তিবরানী শরীফ)।

চ) পরবর্তী যুগে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)- এমন কি দেওবন্দীগনের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ ও আশ্রাফ আলী থানবী তাদের নিজ নিজ কাব্য গ্রন্থে "ইয়া রাসুলাল্লাহ" ও "আয় মেরে নবী" বলে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। যারা

দিচ্ছে বলে নিয়ত করবে। আল্লাহর সালাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবেনা। ইমাম গাজজালী ইহ্ইয়াউল উলুমে উল্লেখ করেছেন-

وَاحْضِرْ فِىْ قَلْبِكَ شَخْصَ النَّبِىِّ وَصُوْرَتَهٗ وَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ -

অর্থাৎ হে নামাযী! তুমি তোমার ক্বলবে নবীজীর পবিত্র স্বত্তা ও আকৃতি হাযির নাযির জেনে এভাবে সম্বোধন করে সালাম দাও "আসসালামু আলাইকা আইউহান নাবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। (ইহ্ইয়াউলউলুম)। কিয়ামত পর্য্যন্ত এই পদ্ধতি চালু থাকবে।

২। শেফা শরীফে হযরত আলক্বামা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, যখন আমি মসজিদে প্রবেশ করি তখন পাঠ করি-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ -

৩। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) "মাক্বাসেদে হাসানাহ্" গ্রন্থে বলেন- বিভিন্ন মাশায়েখগনের আমল হচ্ছে- যখন তাঁরা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনেন তখন তাঁরা এভাবে দরূদ পড়েন-

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

৪। আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) তাঁর "আফদালুস সালাওয়াত" গ্রন্থে বলেন- সর্বোত্তম অজিফা হচ্ছে প্রথমে لا اله الا الله বলবে। তার পর দরূদ শরীফ এভাবে পড়বে-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

এখানে আল্লাহর যিকিরের পর সম্বোধন সূচক দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রমান পাওয়া যায়।

৫। তানভিরুল হাওয়ালেক ১ম খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- "রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেছাল শরীফের পর সাহাবীগন রওযা পাকে হাযির হয়ে

বর্তমানে "ইয়া রাসুলাল্লাহ" বলে সম্বোধন করাকে শিরক বা বিদআত বলে বেড়ায়- তারা একটু নিজের ঘরের দিকে নজর দিলে ভ্রান্তি কেটে যেতে পারে।

৩। "ইয়া রাসুলাল্লাহ" সম্বোধন করে হুযুর (দঃ)কে সালাম দেওয়ার আর একটি ঘটনা হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক এভাবে বর্নিত হয়েছে, যা মিশকাত শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

فَخَرَجْنَا فِىْ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهٗ جَبَلٌ وَّلَا شَجَرٌ اِلَّا وَهُوَ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ ঃ- হযরত আলী (রাঃ) বলেন- আমরা হুযুর (দঃ)-এর সাথে মক্কা মোকাররমার নিকটবর্তী কোন কোন অঞ্চলে বের হলাম। পথিমধ্যে যে কোন পাহাড় অথবা বৃক্ষ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখে পড়তো, তারা হুযুর (দঃ) কে সম্বোধন করে বলতো-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- (তিরামিযি, দারমী, মিশকাত ৫৪০ পৃষ্ঠা)।

হুযুরের ইনতিকালের পর সম্বোধন করে সালাত ও সালাম আরয করার প্রমাণ

১। নামাযের মধ্যে মুসল্লী ও ইমাম সবাইকে তাশাহ্হুদ-এর মধ্যে নবীজীকে সম্বোধন করে সালাম পেশ করতে হয়। ইহা ওয়াজিব। যেমন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ -

"হে আল্লাহর প্রিয় নবী আপনাকে সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত আপনার উপর বর্ষিত হোক"।

এরূপ সম্বোধন করেই শবে মেরাজে আল্লাহ্ পাক নবীজীকে সালাম জানিয়ে ছিলেন। ইহা আল্লাহ প্রদত্ত সালাম। এই সালাম পদ্ধতি উম্মতকে দান করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। হানাফী মাযহাবের ফতোয়ায়ে শামী ও আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

وَيَقْصِدُ بِهَا الْاِنْشَاءَ لَا الْاِخْبَارَ -

অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তি স্বয়ং নবীজীকে সম্বোধন করে সালাম

এভাবে নবীজীকে সালাম জানাতেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

৬। আল্লামা ছাখাবী (রহঃ) "আল-কাউলুল বদী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- হযরত আবু দারদা (রাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

৭) শায়খ আবদুল কাদের বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন- বালা মুসিবতের সময় নিম্নবর্ণিত সম্বোধন সূচক সালাত ও সালাম এক হাজার বার পাঠ করলে বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَلَّتْ حِيْلَتِىْ اَدْرِكْنِىْ -

অর্থাৎ "ইয়া ছাইয়েদী ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার তদবীর ও চেষ্টা খতম হয়ে গেছে- আপনি আমাকে সাহায্য করুন"।

৮। খোলাসাতুল ওয়াফা ৮৫ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রাঃ) -এর বরাতে উল্লেখ আছে- হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেছালের তিনদিন পর এক গ্রাম্য আরবী ব্যক্তি (বেদুঈন) রওযা মোবারকে এসে প্রথমে এভাবে সালাম পেশ করেন- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

তারপর কবিতার মাধ্যমে আরয করলেন-

نَفْسِى الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهٗ

فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ -

অর্থাৎ " হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল! আপনি যে রওযা মোবারকে শুয়ে আছেন সেই রওযা পাকে আমার জীবন উৎসর্গীত হোক। এই রওযা মোবারকে রয়েছে পবিত্রতা এবং দান ও অনুগ্রহের ভাণ্ডার"।

এখানেও দেখা যায়- হুযুর (দঃ)-এর বেছালের পর সম্বোধন সূচক সালাম, এবং রওযা মোবারকে জীবন উৎসর্গের প্রতিজ্ঞা।

৯) রওযা শরীফ যিয়ারতের সময় সম্বোধন সূচক সালাত ও সালাম পেশ করার দলীল-

ক) "মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানিফা" নামক হাদীস গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তারেয়ী হযরত নাফে' ও সাহাবী হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারক যিয়ারতের সুন্নাত তরিক্বা হলো রওযা মোবারকের দক্ষিন দিক অর্থাৎ কেবলার দিক হতে অগ্রসর হয়ে কেবলাকে পিছনে রেখে হুযুরের নূরানী চেহারা বরাবর দাঁড়িয়ে হুযুরকে সম্বোধন করে এভাবে সালাম আরয করবে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ -

খ) ফতহুল ক্বাদীর শরহে হেদায়া ১ম খণ্ড ৬০৪ পৃষ্ঠায় রওযা মোবারক যিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরানী চেহারা মোবারক বরাবর দাঁড়িয়ে সম্বোধন করে প্রথমে এভাবে সালাম আরয করবে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللّٰهِ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ -

তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এভাবে শাফাআতের জন্য প্রার্থনা করবে-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ

অর্থাৎ "ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) আমি আপনার নিকট শাফাআতের জন্য প্রার্থনা করছি"। (ফতহুল ক্বাদির শরহে হেদায়া ১ম খণ্ড ৬০৪ পষ্ঠা)

এখানে "ইয়া রাসুলাল্লাহ্" বলে সম্বোধন করে সালাম পেশ করা এবং হুযুরের নিকট প্রার্থনা করার অকাট্য প্রমান পাওয়া গেল। অথচ বাংলাদেশ ধর্মবিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক, "হজ্ব নির্দেশিকা-২০০৩" পুস্তিকার ৩৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে" কারো পক্ষে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট কোন প্রয়োজন মিটানোর বা কষ্ট দূর করার প্রার্থনা করা শিরিক, সুতরাং তা পরিত্যাগ করতে হবে" (নাউযুবিল্লাহ)। ইসলামী ফেকাহ গ্রন্থের জগতে "ফতহুল ক্বাদীর" গন্থটি খুবই নির্ভর

رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ حَتّٰى قُبِضَ رُوْحُكَ حَمِيْدًا مَحْمُوْدًا فَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا خَيْرَ الْجَزَاءِ وَصَلّٰى عَلَيْكَ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَاَزْكَاهَا وَاَتَمَّ التَّحِيَّةِ وَاَتْمَاهَا -

অর্থাৎ "রওযা মোবারক যিয়ারত করার সময় এভাবে দাঁড়াবে যেভাবে নামাযে হাত বেঁধে দাড়ানো হয়। আর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চ মর্যাদা সম্পূন্ন আকৃতি এভাবে মনে মনে ধ্যান করবে যেন তিনি রওযা পাকে শুয়ে আরাম করছেন এবং নিদ্রা যাচ্ছেন সত্য-কিন্তু তিনি যিয়ারতকারীর অবস্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন এবং তার কথাও তিনি শুনছেন। ইখতিয়ার শরহে মুখতার গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর যিয়ারতকারী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এভাবে সালাম আরয করবে" হে আল্লাহর প্রিয় নবী! আপনার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসুল। আপনি সঠিক ভাবে রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত আমানত আদায় করেছেন; উম্মতকে সঠিক পথের নসিহত করেছেন; আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে আপনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অতঃপর আপনার বেছাল শরীফ হয়েছে প্রশংসিত অবস্থায়। আমাদের ছোট বড় সবার পক্ষ হতে উত্তম পুরস্কার আল্লাহ আপনাকে দান করুন। আপনার উপর উত্তম পবিত্র দরুদ ও সালাত বর্ষন করুন; আমাদের পরিপূর্ন সম্মান কবুল করুন" (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২৬৫ পৃষ্ঠা)।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য। যথা যিয়ারতের সময় নামাযের সুরতে দাঁড়াতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত অবয়ব ধ্যান করতে হবে। তিনি যিয়ারতকারীর যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তার কথা শুনছেন। সম্বোধন করে সালাত ও সালাম পেশ করে প্রশংসামূলক গুনকীর্তন করতে হবে।

যোগ্য ফতোয়া গ্রন্থ হিসাবে গন্য।

গ) ফতোয়া জগতের প্রাচীন গ্রন্থ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত ফতোয়ায়ে "কাযীখান"-এ রওযা মোবারকে দাড়িয়ে সালাম আরয করা ও সম্বোধন করে হুযুরের প্রশংসা করার পদ্ধতি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ اَشْهَدُ اَنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহর প্রিয় নবী! আপনার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসুল! আমি মনে প্রানে সাক্ষ্য দিচ্ছি- আপনি রিসালতের দাওয়াত পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মতকে পূর্ণ নসিহতের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন" (কাযীখান প্রথম খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

এখানে সম্বোধন সূচক সালাম এবং প্রশংসার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ইনতিকাল বা বেছাল শরীফের পর يَا শব্দযোগে সম্বোধন করে সালাম দেয়া ও কিছু আরয করার ফতোয়া দিচ্ছেন কাযীখান- অথচ ওহাবী আলেমগন يَا শব্দযোগে সালাম দেয়াকে শিরক বলে।

ঘ) জগত বিখ্যাত ফতোয়া আলমগীরী যিয়ারত অধ্যায় (বৈরুত লেবানন ছাপা- ১৯৮০ইং) ২৬৫ পৃষ্ঠায় রওযা মোবারকে দাঁড়ানোর পদ্ধতি, ধ্যান করার পদ্ধতি ও সম্বোধন সূচক সালাম আরয করার পদ্ধতি এভাবে উল্লেখ করেছেন। ওহাবীরা মূল কিতাব দেখে নিতে পারেন।

وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِى الصَّلٰوةِ وَيَتَمَثَّلُ صُوْرَتَهُ الْكَرِيْمَةَ الْبَهِيَّةَ كَاَنَّهُ نَائِمٌ فِىْ لَحْدِهِ عَالِمٌ بِهِ يَسْمَعُ كَلَامَهُ كَذَا فِى الْاِخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ - ثُمَّ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَشْهَدُ اَنَّكَ

১০। ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাব "মারাক্বিল ফালাহ" ৪৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- "রওযা মোবারক যিয়ারত কালীন ক্বেবলাকে পিছনে রেখে হুযুরের নূরানী চেহারা মোবারকের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে যেন হুযুরের কৃপাদৃষ্টি তোমার প্রতি নিবিষ্ট হয়। তিনি তোমার কথা শুনেন, সালামের জবাব দেন এবং তোমার দোয়ার প্রতি আমীন বলেন। হে যিয়ারতকারী! তুমি এভাবে সালাম আরয করো-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰه- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰه- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه -

এখানেও সম্বোধন করে সালাম দেয়ার পদ্ধতি প্রমানিত হলো।

১১। তাফসীরে রুহুল বয়ান ৭ম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- দুরূদ শরীফের সংখ্যা চার হাজার- মতান্তরে বার হাজার। তন্মধ্যে এক প্রকার দরূদ শরীফকে "সালাতে ফাতাহ্" বলা হয়। "দরূদে ফাতাহ্" ছয় প্রকার। যথা-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه - اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اللّٰه - اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِىَّ اللّٰه- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَجِىَّ اللّٰه - اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰه -

'এই সম্বোধন সূচক দরূদ ও সালাম যে পাঠ করবে- তার উদ্দেশ্য সফল হবে। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ফজর নামাযের পর উক্ত দরূদ ও সালাম পাঠ করলে শত্রুর উপর বিজয়ী হবে, রূদ্ধ কাজের দ্বার খুলে যাবে এবং ঋন থাকলে ঋনমুক্ত হবে" (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৭ম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা)।

১২। শাইখ মুহাম্মদ আবুল মাওয়াহিব শাজেলী (রহঃ)-এর লিখিত "আফদালুস সালাওয়াত"-এর মধ্যে ২০ট বাক্যে নিম্নোক্ত সম্বোধন সূচক দরূদ শরীপ সন্নিবেশিত হয়েছে। যথা-

(১) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه- مَا خَابَ مَنْ تَوَسَّلَ بِكَ اِلَى اللّٰه-

(২) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه- اَلَا نْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ الْمَمْدُوْدُوْنَ مِنْ مَدَدِكَ الَّذِىْ خَصَصْتَ بِهٖ مِنَ اللّٰه -

(৩) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه- اَلْاَوْلِيَاءُ اَنْتَ الَّذِىْ وَارَثْتَهُمْ فِى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ حَتّٰى تَوَلَّاهُمُ اللّٰهُ -

১৩। শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী তাঁর "আল ইন্‌তিবাহ্ ফি সালাসিলিল আউলিয়া" গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত সম্বোধনসূচক সালাত ও সালাম উল্লেখ করেছেন-

(১) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه-

(২) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه-

(৩) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

(٤) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ -

(٥) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ

(٦) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ -

(আগামীতে দেওবন্দী মুরুব্বীদের লিখিত সম্বোধনসূচক দরূদ ও সালাম পেশ করা হবে)।

আহ্বান

৭২ ফের্কার বদ আক্বিদা থেকে বেঁচে থাকুন। সুন্নীবার্তায় প্রকাশিত তাদের বদ ও কুফরী আক্বিদাগুলো লোকদের কাছে প্রচার করুন। যারা আযানের মুনাজাতে নবীজীর জন্য হাত উঠায়না- বা মিলাদ কিয়াম করে না- তাদের পিছনে ইক্‌তেদা করবেন না।

প্রচারে ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

প্রশ্ন ও উত্তর (আকায়েদ ও আমল)

- সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

প্রশ্ন- ৮৭ ঃ মাসিক মদিনা মার্চ ২০০৩ সংখ্যায় ৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় জনৈক আবদুল্লাহ ইবনে শামস ২৭টি আক্বিদা ও আমলকে বিদআত, শিরক ও কুফরী বলে দাবী করেছেন। কিন্তু কোন দলীল উল্লেখ করেননি। কোন কোনটির ক্ষেত্রে শুধু পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ১নং দাবী হচ্ছে- "কোন মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক"। তার দাবী কতটুকু সত্য?

উত্তর ঃ তার দাবী মোটেই সত্য নয় বিবিধ কারণে। প্রথমতঃ সে কোন দলীল পেশ করেনি। দ্বিতীয়তঃ সে সকল মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে গরে হরিবল করেছে। নবীও অলীগণের নিকট রূহানী সাহায্য চাওয়া হাদীস ও অন্যান্য ইমাম মুজতাহিদগণের কিতাব দ্বারা সুপ্রমানিত। যেমন- হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে-

إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِى الْأُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِأَهْلِ الْمَقَابِرِ -

অর্থাৎ- "যখন তোমরা কোন ব্যাপারে সঙ্কটে পড়ে যাও- তখন কবরবাসীদের মাধ্যমে সাহায্য চাও"। (দেখুন আবদুল হাই লক্ষৌভীর মজমুউল ফাতাওয়া ও আল্লামা দাজুভী সাহারানপুরীর আল বাছায়ের)। তদুপরি ইমাম গাজজালী (রহঃ) ইহইয়াউল উলুমে লিখেছেন-

مَنْ يُسْتَمَدُّ بِهٖ فِىْ حَيَاتِهٖ يُسْتَمَدُّ بِهٖ بَعْدَ مَمَاتِهٖ -

অর্থাৎ- যার কাছে জীবিতাবস্থায় সাহায্য চাওয়া বৈধ, ইনতিকালের পরেও তাঁর কিনট সাহায্য চাওয়া জায়েয।

প্রশ্ন- ৮৮ ঃ উক্ত ব্যক্তি ২নং দাবী করেছে- "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা, পশু ছেড়ে দেয়া বা পশু যবেহ্ করা কুফরী"। ইহা সঠিক কি না?

উত্তর ঃ তার দাবী মোটেই সঠিক নয়। কেননা দলীল বিহীন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা শাহ্ রফিউদ্দীন দেহলভী ইবনে শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী তাঁর "নযর ও মাযার" গ্রন্থে লিখেছেন- "কোন অলীর নামে মানত করা নযরে উরফী- যাকে নেয়ায বলা হয়- তা শরিয়ত মোতাবেক জায়েয। "তাফসীরাতে আহমদী"তে মোল্লা জিউন (রহঃ) লিখেন-

اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اللّٰهِ حَرَامٌ وَنَذْرُ الْاَوْلِيَاءِ مُؤَوَّلٌ بِاَنَّ النَّذْرَ لِلّٰهِ وَ ثَوَابَهٗ لَهُمْ -

অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শরয়ী নযর বা শরয়ী মানত করা হারাম। কিন্তু অলী আল্লাহগণের নামে মানত করার অর্থ হলো এই- "মানত আল্লাহর জন্য কিন্তু তার সাওয়াব হলো অলীগণের জন্য"। ইহাকে উরফী মানত বলা হয় (ইহা ছাড়াও ইসমাঈল দেহলভী- যিনি দেওবন্দীদের মাথার মুকুট স্বরূপ। তিনি তার "তাকরীরে যাবায়েহ্" গ্রন্থে ফার্সি ভাষায় লিখেছেন- যার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ-

"যদি কোন ব্যক্তি মানত করে যে, আমার অমুখ মকসুদ হাসিল হলে আমি সৈয়দ আহমদ কবির (রহঃ) -এর জন্য নেয়ায দেবো- তাহলে তা দুরস্ত হবে" (তাকরীরে যাবায়েহ্ কৃত ইসমাঈল দেহলভী)। আরও বহু দলীল আছে। কুফরী তো দূরের কথা- মাকরূহও নয়।

প্রশ্ন- ৮৯ ঃ সে ৩নং দাবী করেছে- "মৃত লোকেরা দুনিয়ার ব্যাপারে তাসাররুফ করে (নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করতে পারে বা কোন ঘটনা ঘটাতে পারে) বলে বিশ্বাস করা কুফরী"। তার দাবী সঠিক কিনা?

উত্তর ঃ তার দাবীটি ভুলে ভরা। সে বন্ধনীর মধ্যে "নিজের ইচ্ছামত" শর্ত জুড়ে নিজের দাবী প্রতিষ্টিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। আল্লাহর অলীগণ কবরে থেকেও আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অনেক ঘটনা ঘটাতে পারেন। এর অসংখ্য বাস্তব প্রমান রয়েছে। যেমন, সোলায়মান আলাইহিস সালামের সঙ্গী আসিফ বিন বরখিয়া এক মুহূর্তে চোখের পলকে সুদূর ইয়েমেনের সাবা নগরী থেকে রানী বিলকিসের সিংহাসন সোলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন বলে স্বয়ং কোরআন মজিদে উল্লেখ আছে। তিনি বলেছিলেন- "হে সোলায়মান (আঃ)! আমি রানীর সিংহাসনকে আপনার চোখের পলক মারার আগেই এনে দিব" (সূরা নমল)। এটা ছিল আসিফ

বিন বরখিয়ার খোদা প্রদত্ত তাসাররুফ ক্ষমতা। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) আবুল মাআলী নামক জনৈক সওদাগরকে পায়খানা করার জন্য চোখের পলকে ১৪ দিনের রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন (দেখুন বাহজাতুল আসরার)। মাসিক মদিনার লেখক যেই তাসাররুফকে কুফরী বলেছেন- আল্লাহ পাক তাহাই বাস্তবায়ন করে অলী বিদ্বেষীদের গালে চপেটাঘাত করেছেন। আল্লাহ কি কুফরী করে ছিলেন? অথবা আসিফ ও বড়পীর সাহেব কি নিজেদের ক্ষমতা বলে এরূপ করেছেন বলে দাবী করেছেন? কখনই না। বাতিল পন্থীদের চক্ষু কতই না অন্ধ। গাউছে পাক (রাঃ) বলেছেন- "যে কেউ আমার উছিলা দিয়ে কিছু চাইবে- তা পূরণ হবে"।

প্রশ্ন- ৯০ ঃ উক্ত ব্যক্তি ৪নং দাবী করেছেন- "মাযারবাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থী হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শিরক"। ইহা কতদূর সত্য?

উত্তর ঃ তার দাবী নিতান্তই অমূলক। সে দলীল বিহীন শিরক দাবী করেছে- এটা তার জঘন্য অপরাধ। শিরক হারাম, নাজায়েয- এমনকি মাকরূহ দাবী করার জন্যও দলীল পেশ করা শর্ত। সে কিছুই করেনি- শুধু গুলি বিহীন ফাঁকা আওয়াজ করেছে মাত্র। "মাযারবাসী" বলতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অলীগণকে বুঝানো হয়। নবীজী এবং অলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থী হওয়ার অসংখ্য দলীল মউজুদ আছে। শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তাঁর যববুল কুলুবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন- তা হলো- তিনজন বড় অলী মদিনার রওযা মোবারকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করে বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা তিনদিন যাবত বড় ক্ষুধার্ত। এক্ষন আমরা আপনার মেহমান হলাম। একথা বলেই তাঁরা অবশ দেহে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো- হুযুর (দঃ)-এর সৈয়দ খান্দানের জনৈক আহলে বাইত মাথায় করে রুটী ও গোশত নিয়ে হাযির। তিনি তিনজন অলীকে সজাগ করে বললেন- আপনারা কি হুযুরের কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন? তাঁরা বললেন- হাঁ। উক্ত সৈয়দ বললেন- হুযুর (দঃ) স্বপ্নে আমাকে নির্দেশ করেছেন যেন তাড়াতাড়ি হুযুরের পক্ষে আপনাদের মেহমানদারী করি" (যযবুল কুলুব)।

এবার ইবনে শামস ইহার জবাব দিন। উক্ত অলীগণ কি সাহায্য চেয়ে কুফরী করেছেন এবং নবী করিম (দঃ) সাহায্য করে কি কুফরী সমর্থন করেছিলেন?

প্রশ্ন- ৯১ ঃ উক্ত ব্যক্তি ৫নং দাবীতে বলেছে- "কোন অনুষ্ঠানে মাশায়িখ বা পীর অলীগণের রূহ হাযির হয় বলে বিশ্বাস করা কুফরী"। তার কথা সঠিক কিনা?

উত্তর ঃ তার এই কথা দলীল বিহীন দাবী। তাই শরিয়ত মোতাবেক অগ্রাহ্য। কুফরী প্রমাণ করতে হলে অখন্ডনীয় দলীলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে দলীল পেশ করেনি। পীর, মাশায়েখ ও পবিত্র রূহ সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত গ্রন্থে এবং আল্লামা মানাভী তাঁর তাইছির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

اَلنُّفُوْسُ الْقُدْسِيَّةُ اِذَا تَجَرَّدَتْ مِنَ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ اِتَّصَلَتْ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى فَتَسِيْرُوْا فِىْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَرٰى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ-

অর্থাৎ- "পবিত্র আত্মাসমূহ (অলী আল্লাহ) যখন শারিরীক বন্ধন থেকে মূক্ত হয়ে যায়- তখন উর্দ্ধজগতের ফিরিস্তাদের সাথে মিলিত হয়ে আসমান জমীনের যে কোন প্রান্তে ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ করে থাকেন এবং জীবিত লোকদের ন্যায় সব কিছু দেখেন এবং শুনেন"। লোকটিকে মনে হয় জন্মান্ধ। আলেম হলে এমন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে পারতোনা। মনে হয়, সে কুফরীর ফ্যাক্টরীর মালিক।

প্রশ্ন- ৯২ ঃ উক্ত ইবনে শাসম ৬নং এ আরোও দাবী করেছে- "আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়িব জানে বলে বিশ্বাস করা শিরক। নবী করীম (দঃ) গায়েব জানতেন- এরূপ ধারনা পোষণকারী কাফির- কোন পীর অলী তো দূরের কথা"। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- সে কোন্ খুটার জোরে এমন কথা বলছে- জানাবেন কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই জানাবো। তার উক্তির ধরনে বুঝা যাচ্ছে যে, সে একজন নিরেট মূর্খ। সে তার গুরুজনদের কাছে শুনে এ ধরনের কঠোর উক্তি করতে সাহসী হয়েছে। নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব এমন একটি বিষয়- যার উপর শত শত কিতাব লিখা হয়েছে। কাজী আয়াজ (রহঃ) তাঁর "কিতাবুশ শিফা" গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে

নবীজীর ইলমে গায়েব প্রমাণ করেছেন। জমীনের গায়েবী জিনিস, আসমানের গায়েবী জিনিস, বেহেস্ত দোজখের গায়েবী জিনিস, অন্তরের গোপন খেয়াল- ইত্যাদি বিষয়ে নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব কোরআন সুন্নাহ ও ইজমা কিয়াসের দ্বারা সু প্রমাণিত। প্রমান স্বরূপ ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোরায়েশদের সাথে বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হন। তিনি উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ধৃত হয়ে মদিনায় নীত হন। তাঁর মুক্তির ব্যাপারে নবীজী বিশ হাজার উকিয়া মূক্তিপন ধার্য করেন। তাঁর সাথে তাঁর বংশের আরোও তিনজনের জরিমানা ধার্য্য করেন ষাইট হাজার উকিয়া। সর্বমোট আশি হাজার উকিয়া একা হযরত আব্বাসের উপর ধার্য করায় তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেন- যেখানে আমার নিজের মুক্তিপন আদায় করার সাধ্য নেই- সেখানে আরোও তিনজনের মুক্তিপন কোথা থেকে দেবো? তদুত্তরে নবীজী বললেন- "আপনি আসার সময় রাত্রের অন্ধকারে আমার চাচী উম্মুল ফজলের নিকট যে আশি হাজার উকিয়া রেখে এসেছেন- আমি তাই ধার্য করেছি- এর বেশী নয়"। এই গায়েবী সংবাদ শুনে হযরত আব্বাস (রাঃ) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে এরশাদ করেন-

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ -

অর্থাৎ- "হে রাসুল! আপনার রব আপনাকে আপনার অজানা সমস্ত ইলম দান করেছেন"। এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা সাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন- مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ - অর্থাৎ- শরিয়তের যাবতীয় বিধি বিধান এবং যাবতীয় বিষয়ের ইলমে গায়েব দান করেছেন। এরূপ হাজারো প্রমাণ রয়েছে নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের বিষয়ে। সুতরাং চোখ থেকে যে অন্ধ সাজে- তাকে পথ দেখানো খুবই কঠিক ব্যাপার। আল্লাহ হেদায়ত করুন। ইলমে গায়েবের এত অকাট্য দলীলকে যে অস্বীকার করে সে-ই কাফের- অন্য কেউ নয়। অলী আল্লাহগণও কাশফের মাধ্যমে অনেক গায়েব জানতে পারেন।

প্রশ্ন- ৯৩ ঃ উক্ত ব্যক্তি ৭নং এ আরো দাবী করেছে- "যেসকল বস্তু আল্লাহ ছাড়া কারো দেয়ার ক্ষমতা নেই- এমন বস্তু কেউ দিতে পারে বলে, বিশ্বাস রাখা বা কারো কাছে তা চাওয়া কুফরী"। তাঁর দাবী কি সত্য?

উত্তর ঃ মোটেই সত্য নয়। এমন কোন্ বস্তু আছে যা আল্লাহ ছাড়া কারো দেয়ার ক্ষমতা নেই- তা ইবনে শামস উল্লেখ করেননি। তাই তার কথা অস্পষ্ট- যা আইনের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য। ধরুন- বেহেস্ত দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর। ধনী বানানোর ক্ষমতাও আল্লাহর। এ দুটি জিনিস রাসুল ও (দঃ) দিতে পারেন বলে কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হুযুরের খাদেম হযরত রাবিয়াহ ইবনে কাব (রাঃ) কে হুযুর (দঃ) একদিন বললেন- سَلْ مَا شِئْتَ তোমার যা মনে চায়, আমার কাছে প্রার্থনা করো। হযরত রাবিয়াহ ইবনে কা'ব (রাঃ) আরয করলেন-

اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ -

অর্থাৎ- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই। হুযুর (দঃ) তা মঞ্জুর করে দিলেন।

শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আশিয়াতুল লুমুয়াতে বলেন- "উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আসমান জমীন ও জান্নাতের উপর কর্তৃত্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক নবীজীকে দান করেছেন।

কোরআন মজিদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

اَغْنَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ -

অর্থাৎ- মদিনাবাসীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল ধনী বানিয়েছেন (সূরা তওবা)। আর একটি বিষয় ধরা যাক- তাক্বদীর পরিবর্তন করা একান্তভাবেই আল্লাহ্র আয়ত্বাধীন। এমন একটি বিষয়ের ক্ষমতাও তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-কে দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহঃ) তাঁর মকতুবাত শরীফে (যার বাংলা অনুবাদ করেছেন শর্ষিনার কায়েদ সাহেব মাওলানা আজিজুর রহমান এবং ১৯৭৫ ইং সালের "তাবলীগ" মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে) বলেন-

"আল্লাহর এলেমে এমন কিছু তাক্বদীর আছে- যা কোন কারণে পরিবর্তন হতে পারে। এমন তাক্বদীর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ পাক হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ)-কে দান করেছেন" (মকতুবাত শরীফ মকতুব নং ১২৩ ৩য় খন্ড)। এবার ইবনে সামছ বলুন- আল্লাহ কি কুফরী করেছেন? হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব কি কুফরী করেছেন?

মাসিক মদিনা নামের অন্তরালে মদিনা বিরোধী শিরক ও কুফরীর ব্যবসা করা সমিচীন হয়নি। (অবশিষ্ট ২০টি ভ্রান্ত দাবীর খন্ডন ধারাবাহিকভাবে সুন্নীবার্তায় প্রকাশিত হবে- অপেক্ষা করুন)।

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল সাহেবের নিম্নলিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং ঈমান মজবুত করুন

	হাদিয়া
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজুরের ব্যাখ্যা মূলক জীবনী	১০০.০০
কারামাতে গাউসুল আজম [হযরত বড় পীর (রাঃ)-এর জীবনী]	৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	৮০.০০
ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (থানবী বেহেস্তী জেওরের খণ্ডন)	৫০.০০
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত (সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জীবনী)	৫০.০০
আহকামুল মাযার (মাযার সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা)	৪০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান (দলীল)	৩০.০০
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লহরী	২০.০০
ফতোয়াউল হারামাঈন (মিলাদ কিয়ামের ফতোয়া মক্কাও মদীনা)	১৫.০০
আ'লা হযরত স্মরণিকা ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ইং	
সুন্নীবার্তা (মিলাদুন্নবী ও আ'লা হযরত বিশেষ সংখ্যা-২০০০ ও ২০০১)	
সুন্নীবার্তা (নিয়মিত বুলেটিন)	

বিঃ দ্রঃ পাইকারগণের জন্য বিশেষ কমিশন।

প্রাপ্তিস্থান ও এজেন্সী

- ❐ সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ১/১২ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১১১৬০৭, মোবাইল : ০১৭১-৪৬৯২০৩
- ❐ উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা ১২১৭।
- ❐ খানকায়ে গাউছিয়া, ৩/২২ পুরাতন কলোনী, ইউ.এম.সি, নরসিংদী।
- ❐ বাহার সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র, রামপুরা বাজার, ঢাকা।
- ❐ ওয়াহেদ আলীর পান দোকান, সদর কোট কাচারী, ঢাকা।
- ❐ হাসান মোল্লা, ইসলামী দিয়ন্বেষা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, কাশিপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
- ❐ কুতুবিয়া দরবার শরীফ (চৌধুরী বাড়ী), বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
- ❐ মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- ❐ রেজভী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- ❐ তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসা রোড, চট্টগ্রাম।
- ❐ শামীম ইলেকট্রনিক্স, হোমনা বাজার, কুমিল্লা।
- ❐ কাজী অফিস, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
- ❐ গাউছিয়া জামে মসজিদ, (নদীরপাড়), ভৈরব বাজার।
- ❐ আমিয়াপুর মহিলা মাদ্রাসা, পাঠানবাজার, মতলব, চাঁদপুর।
- ❐ হেলাল মাইক সার্ভিস, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
- ❐ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া, গোলাহাট রেলওয়ে কলোনী, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
- ❐ নওদাপাড়া বাজার, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
- ❐ মাওলানা হারিছ মিয়া, বড় কাপন জামে মসজিদ, সিলেট রোড, মৌলভী বাজার।
- ❐ মোহাম্মদ জামাল হোসাইন, হোসেনপুর গাওছিয়া হাফেজিয়া সে.ছু.সি. মাদ্রাসা, পোঃ আশ্রাফপুর, থানাঃ শাহরাস্তি, জেলাঃ চাঁদপুর।
- ❐ আশা লাইব্রেরী, মাদ্রাসা রোড আড়াইসিধা, পোঃ আড়াইসিধা, আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া।
- ❐ মোহাম্মদ ফখর উদ্দিন, আকানিয়া-হাজী বাড়ী, পোঃ শাহিদাপুর, কচুয়া, চাঁদপুর।
- ❐ আলহাজ্ব ডাঃ আনওয়ার হোসেন, গ্রাম+পোঃ হাসিমপুর, রায়পুর, নরসিংদী।
- ❐ মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম রেজভী, রেজভীয়া এতিমখানা, নেত্রকোনা।
- ❐ মাওলানা আঃ আজিজ, গ্রামঃ রতনপুর, পোঃ চাতল পাড়, জেলাঃ বি-বাড়ীয়া।
- ☆ MR. MAKADDUS MIAH, ALL SEASONS DRY CLEANING & LAUNDRY 142/A CALDMORE ROAD WALSALL WSI 3RF UK, PH. 01922-622093
- ☆ SYED MOSTAQUE MIAH, 41, NAPIER STREET WEST OLDHAM LANCASHIRE OL8 4AE UK, PH. 0161-6270119
- ☆ BATEN MIAJI, KAMNARS V5D: 212 22646 LUND SWEDEN, PH.004646151727
- ☆ MOHAMMED ATAUR RAHMAN, 3136 PERRY AVE APRT # 2D BRONX. N.Y-10467 U.S.A, PH. 001-718-882-7882
- ☆ MR KHAIRUL BASHAR (SHAJ), 19 PAULINE HOUSE OLD MONTAGUE STREET LONDON E-1, 5.N.U U.K, PH. 02073772723
- ☆ MD. AHAD MIAH, 124 SAND WELL STREET CALDMORE WALSALL WS 13EG WEST MIDLANDS U.K, PH. 01922633018
- ☆ ALHAJ ANFORUL ISLAM, 56.A, GLEN BURN ROAD KINGS WOOD BRISTOL BS151DP- U.K, PH. 01179610560
- ☆ MD. AHMED CHODUDHURY, 14. BREAD FIELD COURT HAWLEY ROAD CAMDENTOWN LONDON. NW18RN U.K, PH.02072843136
- ☆ MD. MUZIBUR RAHMAN, 30 ALFRED ST, SWINDON, WILTSHIRE, SN12BT, PH.10793337807
- ☆ SYED WAISUR REZA, 62, KINGEDWARD ROAD LOUGH BOROUGH LE11-1RG U.K, PH.01509264582
- ☆ MR. SALIK MIAH, 27 NELSON ROAD ASTON BIRMINGRAM-B66HQ U.K PH. 02920492306

প্রচ্ছদ ঃ মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন ✆ ৯৩৪০৮০০